1995

CONTENTS সূচিপত্র

Puja Committee		1
Puja Committee Chairperson's Message		2
সম্পাদকীয়		3
President's Message		4
আত্মদর্শণ	কৃষ্ণা বল	5
ঢাকার কিছু কথা	সন্জিত কুমার ঘোষ	9
তুমি মানব জাতির সন্তান	মানস রন্জন ব্যানার্জী	10
মজার ভাষা বাংলা	সমীর ভট্টাচার্য্য	11
বাংলার কালপরিবর্তন	রনেন সিংহ	13
গজু কাহিনী	চিত্ত ঘোষ	15
আজই	শিখা মাইতি	17
গড্‌স লেক ন্যারো	শায়লা খান	18
নারায়ন	মুজীবুর রহমান	22
একই দেশ	ভ্রমর মুখার্জী	24
লাল মাছের জীবন	সমীর ভট্টাচার্য্য	26
গোলমেলে	চিত্ত ঘোষ	26
প্রথম দেখা	বিভুতি মন্ডল	27
ভেদের প্রাচীর	বিভুতি মন্ডল	27
তীর্থযাত্রী	চন্দ্রা সামন্ত	28
Hinduism - An Introduction	Bibhuti Bhushan Mandal	30
The Chaos of Speed	Anju Sen	32
Magic Box	Chandra Samanta	33
What Purpose?	Samir Bhattacharya	34
Indian Tradition	Shibdas Biswas	35
I Saw a Monster	Sourabh Maiti	37
Maybe I'm Old Fashioned	Anju Sen	38
Luna	Protiti Khan	39
Quotes from Sree Sree Chandi		40

Cover Design	: Soubhik Maiti
Layout and Inside Sketches	: Protiti Khan
Typescript	: Ansari Khan

PUJA COMMITTEE FOR 1995

Chairperson		Pradip K. Maiti
Priest		Ashish Banerjee
Decoration		Ratna Bose Prabir Mitra
Agomoni Publication		Ansari Khan
Cultural Program		Kalpana Mitra
Food Committee		Baljeet Malakar Sumita Biswas Archana Ghosh
Fund Raising	Advertisement	Sumita Biswas
	Collection in Temple	Ashok Sarkar
Executive Members		Amit Chowdhury Pratul Biswas Ranen N. Sinha Manas Banerjee Debjani Banerjee Sikha Maiti Alok Sarkar Krishna Bal Bhramar Mukherji Chitta Ghosh Shoubhik Maiti



PUJA COMMITTEE CHAIRPERSON'S WELCOME MESSAGE

Friends:

It is my great pleasure to invite you all for the celebration of our greatest festival of the year, the DURGA PUJA; the autumn festival; to be held at the Hindu Temple, 854 Ellice Ave. Winnipeg during September 29th to October 2nd, 1995.

The people of Bengal celebrate **Durga Puja** at this time of the year when nature is rich in its beauty to inspire our minds for joy and happiness. In general there are two aspects of this national festival, one being religious and the other social. The religious feelings are very deeply rooted in our minds as we have been brought up in a Hindu religious environment with the belief that this is the time to adore Devi Durga for her inspirations in granting us courage and strength. The social aspect reminds us to share our happiness with each other, forgetting our misgivings and enhancing our fellow feelings.

This is the 16th year of our celebration, and at this auspicious occasion, I welcome you all on behalf of Bichitra to celebrate DURGA PUJA and make this four day long festival a magnificent success.

I like to take the opportunity to thank the members of Bichitra for their literary contribution in the publication of Agomoni, and their help to make this year's Puja a great success.



Pradip K. Maiti

সম্পাদকীয়

মা-দুর্গার আগমনে বাঙালী-জীবনে আনন্দধারা সঞ্চারিত হ'য়ে আসছে অনাদিকাল ধরে । জাগতিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় বিশ্বাসীরা হৃদয়-মন সমর্পন করেছে। অন্তরের এই ভক্তির ফল্গুধারায় অবগাহন করে মুক্তির স্বাদ-লাভে প্রয়াসী চেতনায় অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্বের সন্মিলন ঘটেছে। একীভূত হয়েছে সকল স্বত্ত্বা। তাই, দুর্গার নাইওরকালের আনন্দে রন্জিত এই শারদীয়া উৎসব বাংলায় বয়ে আনে অভুতপূর্ব প্রানের সাড়া।

আবার শরত এসেছে। সাথে এনেছে পাতাঝরার গান। বনরাজি বিচিত্র রঙে সেজেছে দুর্গার আবির্ভাবের প্রাক্কালে। মাতৃভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই শীতের দেশে থেকেও তৃষিত-প্রান বাংলার পটভূমিতে মা-কে বরণ করতে চায়। অসুবিধে হয়না কারো - ক্ষনেক নির্জনতায় চোখ বুজলেই দেখতে পাবেন আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, শুনতে পাবেন মাঝির গান - পালের হাওয়ায় জীবনতরীর ভুবন-গঙ্গা পাড়ির কাহিনী। আরো শুনতে পাবেন মন্দিরের কাসর-ঘন্টা, বিজয়ার উৎসব ধ্বনি, মঙ্গল-শাঁখ। কারণ, বাঙালীর জীবনে দুর্গা, জননী ও জন্মভূমি একীভূত হয়ে আছে - মায়ের রূপে। এই অনুভূতিতে বাঙালী অনন্য। যারা মাকে হারিয়েছেন - জননী ই হোক বা জন্মভূমি ই হোক - অন্তরে দৃকপাত করুন, দেখবেন স্হায়ী আসনে তাঁরা বসে আছেন। তাই তো আবির্ভূত হয়েছেন ভিন্নরূপে।

দুর্গাপুজা উপলক্ষে এবারেও 'বিচিত্রা'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে 'আগমনী'। এই প্রকাশণা সদস্যবৃন্দের খন্ড খন্ড চিন্তা-ভাবনার সন্মিলিত বহিপ্রকাশ। সংগঠনের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সদস্যনের অংশগ্রহনে সফল হয়েছে বলে আশা করি। সবাইকে বিজয়ার অভিনন্দন।

এই পত্রিকার লেখাগুলোতে প্রকাশিত মতামতের সম্পূর্ন দায়িত্ব লেখকের। বানানের দায়িত্বও তাঁদেরই, বিশেষ ক'রে বাংলা লেখাগুলোতে। টাইপ করার সময়ে শুধু কিছু ণ-তে এবং ঊ-কারে ভুল হ'তে পারে, সেজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বাংলা টাইপ করতে যে কি ঝামেলা তার একটা উদাহরন দিই। "পেঁচিছে" শব্দটা টাইপ করতে কী-বোর্ডের পঁচিশটা কী ব্যবহার করতে হয়। গালি-মন্দ করার সময়ে যদি এটুকু মনে রাখেন তাহলে হয়ত এ যাত্রা বেঁচে যাব !!

আগামী বছরের সম্পাদকের উপরে করুণাপরবশ হয়েই সবাইকে অনুরোধ করছি - লেখাগুলো এটু আগে আগে জমা দেবার চেষ্টা করবেন। তাহলে, পত্রিকাটা আরো সুন্দর করে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

অভিনন্দন।

আনসারী খান

A Message from the President of Bichitra

Durga Puja is here again. It seems very soon though. May be because we have held events almost every month after last years Puja. During my association with Bichitra I have learnt that we need not worry about making the Puja events successful. It could be that we are doing it for last fifteen years or something triggers in all of us to make it a success. I am glad to be a part of it.

Happy Durga Puja

Chitta Ghosh
President

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা,
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

আত্মদর্শণ

কৃষ্ণা বল

গত কয়েকদিন হইল শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস পড়িতেছি। পড়িয়া তৎকালীন ভাষার যে কতটা প্রাচুর্য্য এবং মাধুর্য্য ছিল তাহা নুতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। স্থির করিলাম সেইরূপ লিখিবার চেষ্টা করিব। অবশ্য আমার মত মূর্খ ব্যক্তি তাহাতে কতটা সফলতা অর্জন করিতে পারিবে তাহা বলিতে পারিনা। কারণ সাধুভাষার সহিত যদি সাধুভাব না থাকে তবে "বাঁদরের গলায় মুক্তাহারের মতই হইয়া দাঁড়ায়"। তবু চেষ্টা করিতে দোষ নাই।

১৯৯৫ সনের প্রথম দিকে আমার পতিদেবতা মনস্থির করিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে তীর্থে যাইবেন। জীবনসূর্য্য মধ্যগগন হইতে পশ্চিমে হেলিয়াছে। অতএব তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে অর্থলোভী পূজারীদের মারফত দেবতাদিগকে কিছু মোটারকম উৎকোচ না দিতে পারিলে স্বর্গের পথ সুগম হইবেনা। অতএব তীর্থে যাওয়াই স্থির।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি "তীর্থে যাইবনা" বলা মহাপাপ। কিন্তু লিখিলে মহাপাপ, তাহা শুনি নাই। তাই সাহস করিয়া লিখিতেছি। 'তীর্থভক্তি'র উপর আমার ততটা আস্থা নাই। ঘরই আমার 'গয়া কাশী বৃন্দাবন'। সুতরাং আমি নানাবিধ কারন দেখাইয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সম্মুখে মাতৃদেবী ছিলেন। তিনি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "সেকি কথা, তীর্থে যাইবার সুযোগ কি ছাড়িতে আছে। তাহার উপর পতির সহিত। পতির সহিত তীর্থে গমন করিলে পুন্যফল দ্বিগুন হয়। দেবতাগন তুষ্ট হন"। এতদিন সহধর্ম্মিনী কথাটার তাৎপর্য্য কি তাহা চিন্তা করিয়া দেখি নাই, এই বার সুযোগ মিলিল। যাহা হউক দেবতারা তুষ্ট হন, বা না হন, আমার মাতৃদেবী এবং গৃহদেবতাটি যে তুষ্ট হইবেন – তাহা চিন্তা করিয়া, যাওয়াই স্থির করিলাম।

অবশেষে যাত্রার নির্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হইল। পুত্রকন্যা ও মাতৃদেবীকে সহস্রখানেক সাবধানতার নির্দেশ দিয়া বিষন্ন চিত্তে যাত্রা করিলাম। পথের বিবরন দেওয়ার আবশ্যক নাই। কারন ইহাতে কোন বৈচিত্র ঘটে নাই। সারাক্ষন গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপে আমাদের কি অবস্থা হইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে বিমান কলিকাতার নিকট উপস্থিত হইল। বিমানের গবাক্ষ দিয়া নিচে তাকাইতে সারি সারি আম্রবৃক্ষ ও কিছু মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম। আনন্দে পোড়া চক্ষে জল আসিল। মুখ ফিরাইয়া রাখিলাম। যাহাতে উনি না দেখেন, দেখিলে বিদ্রূপ করিবেন।

কলিকাতায় এবং আশেপাশে আত্মীয় পরিজনদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া সময় খুব আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে কাটিল। অবশেষে তীর্থযাত্রার দিনটি উপস্থিত হইল। দুরুদুরু বক্ষে, সংশয় চিত্তে, আত্মীয় পরিজনদের ভূরি ভূরি সতর্কতার বানী – স্মরন করিয়া যাত্রা করিলাম। লিখিতে বাধা নাই, নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে তীর্থস্থান সম্মন্ধে আমার মনে একটা ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার প্রথম কারন তীর্থস্থান মাত্রই অসম্ভব জনতার ভীড়। দ্বিতীয় কারন সেই জনতার মধ্যে কিছু অংশ হইতেছে ঠগ জুয়াচোর ও প্রবঞ্চক। ছলে, বলে, কৌশলে পরদ্রব্য হরণ করাই তাহাদের জীবিকা। তাহাদের হইতে সতর্ক থাকিবার প্রচেষ্টায় তীর্থভ্রমনের মূল উদ্দেশ্যই বিস্মৃত হইতে হয়। তৃতীয় কারন দূষিত খাদ্যদ্রব্য খাইয়া এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকিয়া নানা প্রকার ব্যধি হইবার সম্ভাবনা। এইসকল বাধা বিঘ্ন জয় করিয়া যে ব্যক্তি তীর্থভ্রমনের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন তাহার উপর সত্যসত্যই ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি পড়িয়াছে।

যাহা হউক অদৃষ্টের উপর সমস্তই ছাড়িয়া দিয়া দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে যাত্রা করিলাম। সর্বপ্রথম আমরা দক্ষিন ভারতের দিকে গমন করিলাম। দক্ষিন ভারত মন্দিরের দেশ। অগনিত মন্দির এখানে ওখানে স্থান পাইয়াছে। মন্দিরগুলি ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। নির্মানকৌশল অতীব চমৎকার। মন্দিরগুলি প্রস্তর নির্মিত। বাহির হইতে ইহার বিশালতা অনুমান করা যায়না। শুনিয়াছি পুরাকালে স্বর্গের দেবদেবীগন পুষ্পক রথে চড়িয়া মর্তে যাতায়াত করিতেন। সহস্র সহস্র বৎসরের এই পুরাতন মন্দিরগুলি হয়ত তাহাদের আবাসস্থল ছিল। কোন কোন মন্দিরের বাহিরে প্রাচীরের উপর নানা ধরনের ভয়াবহ মূর্তি স্থাপিত। দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিবর্ষন করিয়া কাহাকে যেন ভৎর্সনা করিতেছে । হয়ত

বুঝাইতেছে ব্রাহ্মন ব্যতীত কাহারও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই। শুনিতে পাই সেকালে ব্রাহ্মনদের সহিত দেবতাদের যোগসাজসটা বেশী ছিল। কোন পুজায় কয় মন সোনা চড়াইতে হইবে, তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সকলই ব্রাহ্মনদের নিকট বলিতেন এবং ব্রাহ্মনরা সেই অনুসারে সকলকে নির্দেশ দিতেন। হয়ত সেই কারনে ব্রাহ্মন ব্যতীত অপর কাহারো দেবতাদের সান্নিধ্যে আসার অধিকার ছিলনা। মনে বড় শঙ্কা হইল। আমি ব্রাহ্মনও নহি তীর্থধর্মে বিশ্বাসীও নহি। তথাপি অন্তরের চিন্তা অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিবেন না, এই ভরসায় ঢুকিয়া পড়িলাম। ভিতরে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি। ইহার গঠনপ্রনালী ও সুক্ষ্ম কারুকার্য্য অতুলনীয়। পুজারী ব্রাহ্মন বিগ্রহে প্রান প্রতিষ্ঠা করেন তবে প্রানবন্ত হয়। এই মূর্ত্তিগুলির নির্মানকৌশলেই প্রানপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই অপূর্ব শিল্পকলা দেখিয়া প্রানে বিস্ময় জাগে কিন্তু আনন্দে প্রান ভরিয়া উঠে না। কারন প্রতিটি মূর্ত্তির মুখাবয়ব অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যপুর্ন। তাহাতে ভালবাসা, দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই। ইহা কি লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-হরিজন কারিগরদের মনের প্রতিচ্ছবি না আমারই মনের প্রতিচ্ছবি তাহা বলিতে পারিবনা। এখানে লেখা আবশ্যক, বাল্যকাল হইতে আমি দেবতাদিগকে ভয় করিতে শিখিয়াছি। ধর্মীয় বিষয়ে ব্রাহ্মন কতৃক নির্ধারিত ক্রিয়াকলাপ না করিতে পারিলে দেবতা কুপিত হন, শাপ দেন, অমঙ্গল হয়, বংশ নির্বংশ হয়। আর করিতে পারিলে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া কি দেন, সেই সম্বন্ধে তেমন কোন বিশ্লেষন কেহ করেন নাই। তাই দেবতাদের এই রূপেই আমরা দেখিতে অভ্যস্ত।

এমনকি মন্দিরের ভিতরে পুরোহিত, যিনি বিগ্রহের একান্ত সন্নিকটে বসিয়াছিলেন তাহার মুখাবয়বটি ওই একই প্রকার। নিকটে যাইতে ভয় হয়। তাই দুর হইতে বিগ্রহকে প্রনাম করাই শ্রেয়। একটি মন্দিরের পুরোহিত হাত তুলিয়া আমাকে নিকটে যাইতে নির্দেশ দিলেন। বুক কাঁপিয়া উঠিল, ভাবিলাম হয়ত নিকটে গেলে, আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া আমাকে তিনবার নাকে খৎ দিতে বলিবেন নতুবা সোয়াপাঁচশত অথবা সোয়াসাতশত টাকা দিতে বলিবেন অন্যথা অমঙ্গল হইবে। তাই আমি তাহাকে না দেখিবার ভান করিয়া বিগ্রহের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। যেন ভক্তির চোটে আমার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। জ্ঞান আসিল পতিদেবতার ভৎর্সনায়। তুমি গেলেনা কেন ? আমাকে প্রধান পুরোহিত সাক্ষাৎ ভগবানের হাত হইতে আশীর্বাদী ফুল দিয়াছেন, তুমি যদি যাইতে তোমাকেও দিতেন। আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম তুমি পাইয়াছ উহাতেই চলিবে, আমি তোমার সহধর্ম্মনী, তোমার জন্য যদি স্বর্গদ্বার খোলা থাকে আমার জন্য তাহা বন্ধ হইবেনা। এইরূপ বহু মন্দির দর্শন করিলাম কিন্তু কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ মন্দির দর্শন করিলাম তাহা আজ আর আমার স্মরনে আসেনা। কারন আমার মনের অবস্থা সব মন্দিরে একই রূপ ছিল।

ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মাদ্রাজের তিরুপতি (ত্রিজগতের পতি) দর্শন। মন্দিরটি পূর্ঘাট পর্বতমালার উপর অবস্থিত। রাস্তাঘাট বহু অর্থব্যয়ে অতি সুগম। অবর্ণনীয় মনোরম দৃশ্য। পদব্রজেও যাওয়া চলে। বহু অর্থব্যয়ে সমতল হইতে মন্দির পর্য্যন্ত সোপান নির্মিত হইয়াছে। সোপানের আলোকসজ্জা এতই চমৎকার যে রাত্রিকালে মনে হয় উহা স্বর্গ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটি স্বর্নমন্দির বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। চারিদিকে সোনার ছড়াছড়ি। ওখানে ছয়হাজার টাকার নীচে দান গ্রহন করা হয়না। প্রতিদিন অগনিত দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়। তাহাদের জন্য অতি চমৎকার বন্দোবস্ত। সারিবদ্ধ হইয়া মাওলখানেক রাস্তা শম্বুকগতিতে অগ্রসর হইয়া মন্দিরের প্রবেশ পথে উপস্থিত হইলাম। কারুকার্য্য খচিত সুদৃশ্য দ্বারের মধ্যদিয়া প্রবেশ করিবার সময় লক্ষ্য করিলাম পা দেওয়া মাত্র দুইদিক হইতে জলের ফোয়ারা আসিয়া পা ধুইয়া দেয়। চারিদিক স্বর্নময়। রাজপ্রাসাদের ন্যায় সুসজ্জিত। এত সৌন্দর্য্য যেখানে, সেখানে ঈশ্বর না থাকিয়া পারেন না। চক্ষে আবার জল আসিল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলাম। রক্তবর্নের গালিচা পাতা। তাহার উপর বিরাট স্বর্নসিংহাসন। স্বল্পালোকে সিংহাসনের উপর বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও স্বর্নালঙ্কার ব্যতীত কিছু নজরে আসিল না। দাঁড়াইয়া দেখিবার নিয়ম নাই। যাইতে যাইতে দেখিতে হইবে। হাতে ছিল অর্থার্ঘ্য, ছুড়িয়া তাহা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিলাম। আমার ঈশ্বর দর্শন হইলনা।

অত:পর আমরা আরও দক্ষিন দিশায় যাত্রা করিলাম। "রামেশ্বরম" এখান হইতে রাম সীতা উদ্ধার করিবার জন্য সমুদ্রের উপর ভাসমান শিলার সেতু নির্ম্মান করিয়াছিলেন। এবং এখানে তিনি বালির শিবমূর্ত্তি তৈয়ারী করিয়া পুজা করিয়াছিলেন। কথিত আছে বর্তমান শিবমন্দিরের নীচে সেই রামকতৃক নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি এখনও আছে। আমরা সেই মূর্ত্তি দেখিবার আশায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-দূত পান্ডা মহারাজকে প্রচুর দর্শনী দিলাম এবং পান্ডা মহারাজ তাহা দেখাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে অনিবার্য্য কারনবশত তাহা দেখাইতে সমর্থ হন নাই। তথাপি তিনি আমাদের যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহার উপর যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। ঐ মন্দিরের ভিতর বাইশটি জলের কুন্ড

অর্থাৎ কূপ আছে। ঐ বাইশটি কুন্ডের জলে স্নান করিয়া বাইশ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। মমচিত্ত বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। পতিদেবতাকে কহিলাম, যে সকল পাপ লিখিত আছে তাহার একটিও আমরা করি নাই। তিনি কহিলেন, স্নান করিতে ক্ষতি কি? যদি অজ্ঞানে কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা ধুইয়া যাইবে। চক্ষে আবার জল আসিল। যাহা হউক সেই পান্ডা মহারাজ তাহার দাড়িপাল্লায় দক্ষিনার ভার গুরু হওয়ায় পাপের ভার মিছু লঘু করিলেন। মাথায় বড় বড় ভাঁড়ের জল ঢালিয়া দিবার পরিবর্তে একটু করিয়া জলের ছিটা দিয়া অব্যাহতি দিলেন। সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মন্দিরের পুজা সারিয়া আমরা দুইজনে প্রসন্নচিত্তে আবাসস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঈশ্বর অন্তর্যামী তিনি আমার অন্তরের অবিশ্বাস জনক পাপ ঠিকই টের পাইয়াছেন। তিনি আমার গলা টিপিয়া ধরিলেন। রাত্রিকালে গলার অসহ্য যন্ত্রনায় কিছু ভক্ষন করিতে পারিলাম না। বাইশটি কুন্ডের পবিত্র বারি এবং প্রখরতপন তাপের প্রকোপে আমার সর্দিগর্মি হইল। যাহা হউক আমার পতিদেবতার পুন্যফলে আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলাম।

ইহার পর আমরা আরও দক্ষিনে 'কন্যাকুমারী'তে উপস্থিত হইলাম। কথিত আছে পুরাকালে কুমারী কন্যা শিবের কন্ঠে বরমাল্য অর্পন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য বধূবেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু নারদের চক্রান্তে তাহা ব্যর্থ হয়। সেই কুমারী কন্যার পাষাণমূর্ত্তি নির্ম্মান করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া বহু অর্থব্যায়ে পুজা হইতেছে। মনে মনে নির্য্যাতিত কুমারীকন্যার সংখ্যা গননা করিতে চেষ্টা করিলাম, এবং আজ পর্য্যন্ত কতগুলি কন্যাসন্তানের ভ্রুন হত্যা করা হইয়াছে তাহার সংখ্যাও গনিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু সক্ষম হইলাম না।

কন্যাকুমারীর আর একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বিষয় হইতেছে "বিবেকানন্দ রক", যেই শিলাখন্ডের উপর বসিয়া "স্বামী বিবেকানন্দ" আমেরিকা যাইবার পূর্বে তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও তাহার নির্দেশ পাইয়াছিলেন। একটি শিলার উপর বিবেকানন্দের বিরাট মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করিলে মন পরম শান্তিতে ভরিয়া উঠে। সম্মুখে সু-বৃহৎ বিবেকানন্দের মূর্ত্তি স্থাপিত। তাহার পায়ে মাথা ঠুকিয়া প্রনাম করিলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার বানী "জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।

এরপর দক্ষিন ভারত হইতে উত্তর ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান গুলিতে ঘুরিলাম। হিমালয়ের অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলাম। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। তাঁহার দর্শনের আশায় দশ মাইল পায়ে হাঁটিয়া পর্বতে উঠিলাম। তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলাম, পাষান দেবতার পায়ে মাথা ঠুকিয়া রক্তাক্ত করিলাম, কিন্তু তাহার পাষান হৃদয় গলিল না, আমার ঈশ্বর দর্শন হইল না।

পতিদেবতার মুখের দিকে তাকাইলাম। তিনি প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত। তাহার তীর্থভ্রমন সার্থক হইয়াছে। ঈশ্বর যেইরূপে, যেইস্থানে অবস্থান করিতেছেন, উনি সেইরূপে সেইস্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। তাহার বিশ্বাস তাহাকে সব দিয়াছে, আমার বিশ্বাস আমাকে কিছুই দিল না। রিক্ত হৃদয়ে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। ক্যানাডা প্রত্যাবর্তন করিবার সময় হইয়া গিয়াছে। মনে কিছুটা উত্তেজনা অনুভব করিলাম। যাত্রার পূর্বদিন কিছু দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যাহ্ন উপস্থিত। তাপমাত্রা উনপঞ্চাশ ডিগ্রীতে পৌঁছিয়াছে। তিনমাস তীর্থভ্রমনে শরীর অবসন্ন। হাঁটিতেছি। New Market এ যাইতে হইবে। বিশেষ কয়েকটি বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিতে হইবে, নতুবা জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পতিদেবতা ট্যাক্সির জন্য প্রানপন চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কোন ট্যাক্সি ঐ দিকে যাইবে না, বিপরীত দিকে যাইবে। এই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীরে ট্রামে বাসে বাদুড়ঝোলা হইয়া যাইতেও সাহস হয়না। অগত্যা হাঁটাই স্থির করিলাম। ফুটপাতের উপর পায়ের দিকে নজর রাখিয়া পতিদেবতার পিছন পিছন হাঁটিতেছি। কিছুক্ষন পরে মনে হইল পায়ের নীচে কনক্রীটের পরিবর্তে মরুভূমির বালুকারাশি। মনে হইল মরুতীর্থ হিংলাজ যাইতেছি। রবির দারুন অগ্নিবানে, শরীর ঝলসাইয়া যাইতেছে। ব্রম্মতালু হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। পিপাসায় কন্ঠ শুষ্ক। মাঝে মাঝে পতিদেবতা বলিতেছেন ওই যে New Market দেখা যাইতেছে, আমরা আসিয়া গিয়াছি। আমিও গলা উচু করিয়া মরিচীকার ন্যায় New Market দেখিতেছি। এক বাবু মহাশয় আমাদের কথোপকথন শুনিয়া বলিলেন "ওহে মহাশয় New Market এইস্থানে কোথায়? উহা তো আরও ঘন্টাখানেকের পথ"। অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকার মনে হইল। আজিকে কি সূর্য্যগ্রহন? কিছুক্ষন পর শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। সহসা চারিদিকে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিলাম। পতিদেবতা বেগতিক দেখিয়া একটি টানা রিকসা লইলেন। টানা রিকসায় উঠিতে চিরদিনই আমার আপত্তি। মনে হয় কাহারো ঘাড়ে উঠিয়া যাইতেছি। প্রচন্ড অমানুষিকতা। কিন্তু আজিকে মনকে প্রবোধ দিলাম, আমি না উঠিলে ঐ ব্যক্তি খাইবে কি। ইহাই তো উহার জীবিকা। উঠিয়া বসিলাম।

রিকসার ছাওনীতে মস্তক বাঁচাইয়া গতিবেগের মন্দ মন্দ বাতাস খাইয়া কিছুটা সুস্থবোধ করিলাম। চারিদিক আবার আলোকিত হইয়া উঠিল। দৃষ্টি পড়িল রিকসাচালকের উপর। বয়স পঞ্চাশউর্দ্ধে। মাথা হইতে ঘাম নির্গত হইয়া চক্ষু, কপাল, পৃষ্ঠদেশ ভাসিয়া যাইতেছে। মুছিবার অবকাশ নাই। হাত ছাড়িয়া দিলে আরোহীগনকে চিৎপাত হইয়া ধুলিশয্যা গ্রহন করিতে হইবে। তাহার পৃষ্ঠদেশে কোন আবরন ছিলনা। সূর্য্যদেব যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন তাহার পৃষ্ঠদেশ আরও কত তাপ সহ্য করিতে পারে। শিরা উঠা ফাটা পা দুখানি সমান তালে ফেলিয়া দৌড়াইতেছে। অকস্মাৎ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। পতিদেবতা বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কান্দিতেছ কেন"? কি বলিব? রিকসাআলার কষ্ট দেখিয়া কাঁদিতেছি? পরের দু:খ কষ্ট দেখিয়া কবে কাঁদিয়াছি? নিজের সুখ দু:খ লইয়া এত ব্যস্ত পরের দু:খে কাঁদিবার অবসর কোথায়? নিজেই বুঝিলাম না কেন কাঁদিতেছি। তাই কোন উত্তর না দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া গাড়ী হইতে নামিবার সময় পতিদেবতাকে বলিলাম উহাকে কিছু বেশী দিও। আমার ক্রন্দন হেতুই হোক বা দয়াপরবশ হইয়াই হোক উনি তাহাকে বেশ কিছু বেশীই দিলেন। লোকটি মুহূর্তে হতভম্ব হইয়া রহিল। পরে ভুল করিয়া দিয়াছি ভাবিয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া বাকী টাকা ফেরৎ দিতে গেল। পতিদেবতা উহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন `ঐ সবই তোমার'। লোকটি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইল, তারপর সহসা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল `বাবু, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন'। তাহার ঐ অশ্রুপ্লাবিত মুখখানির দিকে তাকাইয়া আমি এক অদ্ভুত চেতনা অনুভব করিলাম। আমার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল,

"অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।।"

"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে"

সেই মুহূর্তে আমার ঈশ্বর দর্শন হইল।

Skyways Travel & Tours

Excellent fares for India, Pakistan, Bangladesh,
Africa, Carribean, Middle East and Far East

888 Notre Dame Avenue
Winnipeg, Manitoba
Tel: (204) 774-6149 or 774-6216
Fax: (204) 772-3850
Ask for Zafar Rashid or Zahra Shoudeywa

ঢাকার কিছু কথা

সঞ্জিত কুমার ঘোষ

আমার জন্মস্থান ঢাকা, বর্ত্তমানে বাংলাদেশ। ঢাকা অতিপ্রাচীন সহর। মুগল সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে পাঠিয়েছিলেন সোনারগাঁয়ের নবাব ঈশাখাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকার করাতে। যুদ্ধের ফলাফল আমার জানা নেই - তবে রাজা মানসিংহ ঢাকার বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন - বলে জানা যায়। দুর্গার সম্পূর্ন মূর্ত্তি অর্থাৎ লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশ, সিংহের উপর দাড়িয়ে অসুরের সঙ্গে লড়াই - নীচে মহিষবধ। মূর্ত্তি সব খাঁটি সোনার তৈরী। এখনও প্রতিদিন নিয়মিত পুজা আরতি সন্ধারতি ভোগ সবই অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকেশ্বরী বাড়ীর প্রাঙ্গনের দক্ষিন দিকে পাকা ভিত্তি করে একটি মজবুত ঘর টিনের চাল দিয়ে তৈরী হয়েছে। এইখানে মাটীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতি বছর আলাদা পুজো ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয়। বিসর্জন হয় পরের বৎসর নূতন প্রতিমা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর সময় দুদিন মিছিল বার হ'ত। একদিন নবাবপুরের বসাক সম্প্রদায়ের। পরের দিন শাখারী বাজারে শাখারী সম্প্রদায়ের। প্রায় দেড় মাইল লম্বা - শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার নানা দৃশ্যের চৌকি তৈরী হ'ত। আট-দশটি সোনার চৌকি থাকতো। একবার গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল এ মিছিল দেখবার প্রয়াস করেছিলেন। সেভাবে দু' পার্টিই প্রতিযোগিতা করে ৫০টি সোনার চৌকি প্রদর্শণ করেছিলো। গভর্নর নাকি উক্তি করেছিলেন - ভারতবর্ষে এখনও এত সোনা আছে? জরির কাজ করা ভেলভেট কাপড়ের উপর কাপড় দিয়ে হাতি ও ঘোড়ার গা-ঢাকা পোষাক বানানো হ'তো। কত গান-বাজনা, কত সাজ-সজজা। এক অপূর্ব দৃশ্য। দুঃখের বিষয় এ মিছিল আর বের হয়না। চির কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

মস্লিন কাপড় সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ঢাকার তাঁতীরা তৈরী করতো। হাতে সুতো কেটে তাতে কাপড় বোনা হ'ত। এত মসৃন ও সুক্ষ সুতো কারিগররা হাতে কাটতো এবং কাপড় বুনতো। শুনেছি পাঁচ গজ মস্লিন কাপড় কাপের মধ্যে গুজে রাখা যেতো। কি অদভুত শিল্প - শুধু ঢাকার তাঁতীগোষ্টী আয়ত্ব করেছিল। কি করে এই শিল্পের অবসান হ'ল - তা অতি দুঃখের - বিশেষ দুঃখের - কারন হ'লো - এ কাপড় আর তৈরী হয়নি। হবে কিনা জানিনা।

বাংলাদেশ স্বাধীন রাজ্য, রাজভাষা বাংলা, গৌরব সব বাঙ্গালীদের। এই ভাষার জন্য বীরের মতো কত বাঙ্গালী প্রান দিয়েছেন - ধন্য তারা, প্রণাম জানাই তাদেরকে।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরিয়সী"। যারা অসময়ে জননী হারিয়েছেন - যারা জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন - বা যারা বিতাড়িত হয়েছেন - তাদের দুঃখ বেদনা কে বুঝিবে?

আজ মহালয়া - দুর্গাপুজার প্রারম্ভে মা-ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করি যেন এখন যারা অশান্তিতে রয়েছেন - সবাই যেন শান্তিতে এবং আনন্দে থাকেন। সবাইকে নমস্কার ও শুভেচ্ছা রইল।



তুমি মানব জাতির সন্তান

মানস রঞ্জন ব্যানার্জী

আমি চাই হারিয়ে যাক এই পৃথিবী
তারায় তারায় সংঘর্ষে, গ্রহের অভ্যন্তরে।
যেমন একদিন স্ফুলিঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল
মিশে যাক আবার নিজের স্রষ্টার সাথে
অগ্নতপ্ত স্ফুলিঙ্গের লেগেছিল বহুবছর শীতল হতে
লাগেনি সময় বেশী আবার উত্তপ্ত হতে
সময়ের কোল বেয়ে যুগাবতারের হাত ধরে
এসেছিল নতুন স্বপ্নের সাধ নিয়ে
কি ছিল তার স্বপ্ন, কি হল তার!
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ - সাদা, কালো, বর্নসংকর
দেশে দেশে অর্থনীতির জাল বিস্তরন
যেন স্বার্থান্বেশীর ভাগ্যান্বেষ্যন।
দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে, বুকের পাঁজর ভেঙ্গে অন্যের
রাখতে চায় নিজের বিজয়রথের অগ্রগতি
তাকিয়ে দেখতে চায় না পিছনে
ফেলে আসা নবসৃষ্ট মরুভূমির
যার করাল থাবা দাঁড়িয়ে আছে স্রষ্টাকেই গ্রাস করতে
অপেক্ষা শুধু কালের, যেন সময়ের থেকে পলায়ন।
চাই না এই পৃথিবী, ধ্বংস হয়ে যাক
জন্ম নিক নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর ওই ধ্বংসেরই মাঝে।
মিলে যাক আমাদের স্বপ্ন পৃথিবীর স্বপ্নের সাথে।
যেখানে শিশুর জনক বলতে পারে নিজের শিশুকে -
তুমি মানবজাতির সন্তান।
আমি চাই ফিরে আসুক এই পৃথিবী আবার।



HAIR FITNESS

By USHA

8 - 1875 Pembina Highway, Winnipeg,
Manitoba R3T 2G7 Phone: (204) 261-0099

Perm Special $5.00 off regular price.

Monday to Saturday 9:30 am - 6:00 pm

মজার ভাষা বাংলা

সমীর ভট্টাচার্য্য

বাংলা ভাষায় যেমন কয়েকটা বিশেষত্ব আছে, যা পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নেই । দুবছর আগে আগমনীতে লিখেছিলাম বাংলা ভাষায় শব্দবাচক কথার প্রচলন বিষয়ে । যেমন `সে দড়াম করে পড়লো', `হুস করে চলে গেল'। এবারে একটা অন্য বিশেষত্বের কথা আলোচনা করবো । সেটা হলো আমাদের একটা কথাকে পর পর দুবার বলার অভ্যেস । যেমন, `ওসব লেখা-টেখা আমার আসে না'। দ্বিতীয় কথাটা যেন প্রথম কথাটার একটা প্রতিধ্বনি, কিন্তু একটু আলাদা ।

একটু বিশ্লেষন করলে দেখা যায় - প্রায় যে কোন কথাকেই ইচ্ছে করলে এভাবে 'ডবল' করে ব্যবহার করা যায় - শুনতে কিছু অস্বাভাবিক লাগে না । তবে মনে হয় তিন বা চার অক্ষরের বেশী শব্দে এর ব্যবহার কম - হয়তো বড় কথাগুলো দুবার করে বলতে একটু অসুবিধে হয় । কথার দ্বিতীয়বার প্রয়োগ একটু বিকৃত করা হয় । যেমন মাছ-টাছ, কলা-টলা ইত্যাদি । সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় `ট' অক্ষরের । যেমন পাথর-টাথর, চুল-টুল । তবে ইচ্ছে করলে `ট' এর জায়গায় `ফ' অনেকসময় ব্যবহার করা যায় । যেমন টিন-ফিন, টাকা-ফাকা ।

শব্দের এই রকম ব্যবহার মনে হয় অনেকদিন ধরে প্রচলন । এর ব্যবহার কথোপকথনের মধ্যেই বেশী । লেখা ভাষাতেও মাঝেমাঝে সংলাপের মধ্যে এর ব্যবহার - তাই কতকাল আগে এর প্রচলন শুরু হয়েছিল বলা মুস্কিল । এর ব্যবহার সারা বঙ্গজুড়ে । পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতেই এর প্রচলন। গ্রাম বা সহরবাসীদের মধ্যেও এর ব্যবহারের কোন পার্থক্য নেই । তেমনই অভিজাত সমাজ থেকে সুরু করে `রকবাজী'দের মধ্যেও এর প্রচলন সমান ।

স্বভাবতই মনে প্রশ্নের উদয় - কেন আমরা এইরকম শব্দের ব্যবহার করি ? অর্থাৎ এইরকম শব্দ দুবার ব্যবহার করে আমরা কি বোঝাতে চাই ? না কি আমরা সেই শব্দে প্রতিধ্বনীর ঝংকারে মোহভুত হয়ে তার ব্যবহার করি ? আমার মনে হয় বেশীর ভাগ সময়ে শব্দের বিকৃত পুনরোক্তির দ্বারা আমরা বোঝাই শব্দবিশেষ ও সমজাতিয় অন্যকিছু - অর্থাৎ ইত্যাদি অর্থে । যেমন, `একটু চা-টা খেয়ে যান ।' - অর্থে চা এবং তারসঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক, অর্থাৎ খাবার বা মিষ্টি । এই দ্বিতীয় শব্দের ইঙ্গিত কিন্তু কল্পনার গন্ডিতেই সীমিত । যাঁকে নিমন্ত্রন জানানো হচ্ছে তাঁর কল্পনাবিলাস ও ক্ষুধার তেজের উপর নির্ভর করছে তিনি এই চা-টার নিমন্ত্রন গ্রহন করবেন কি না । অনেকসময় দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দটির গুরুত্ব কমায় বা বাড়ায় । যেমন, `আমার ওসব কাজ-টাজ ভাল লাগে না' - এখানে কাজের গুরুত্ব কমানো হচ্ছে । তারপর `তিনি ঘুমিয়ে-টুমিয়ে উঠে .....' -এখানে ঘুমানোর সাথে বা ঘুমানোর ছলে কি করা হচ্ছে তা' কল্পনার উপরই ছেড়ে দিতে হয় । সর্বোপরি, পুনরোক্তির দ্বিতীয় কথাটার অর্থ নির্ভর করে কথাটা কি ভাবভঙ্গী দিয়ে বলা হচ্ছে তার ওপর । একটু মিহি করে বললে যা বোঝায়, কড়া করে বললে তার অন্য অর্থ হতে পারে ।

কথার পুনরোক্তির আর একটা ব্যখ্যা হতে পারে এই যে আমরা কথাটার উপর একটু বেশী জোর দিতে চাই । হতে পারে, যদি শুধু `একটু চা খেয়ে যান' বললে যতটা না জোর হয়, `একটু চা-টা খেয়ে যান বললে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রত্যাখ্যান করা একটু মুস্কিলজনক ।

কতকগুলো কথা আছে যা আপাতদৃষ্টিতে পুনরোক্তির মতই মনে হতে পারে, কিন্তু সেগুলো সম্পুর্ন আলাদা । এগুলো আসলে একটাই কথা । যেমন, `সেই লোকটা বেশ মোটাসোটা' । এর অর্থও অনেক গভীর । মোটাসোটা বলতে শুধু দেহের পরিধির উপরই কটাক্ষপাত করা হচ্ছে না - বলা হচ্ছে লোকটির গায়ে যে শক্তিও আছে তা' বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছে । সেইজন্যেই খুব কম স্ত্রীলোকের ওপর মোটাসোটা বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় । মোটাসোটার আরও একটু বেশী অনুভূতি প্রকাশক কথা হচ্ছে `জাঁদরেল'। বাংলা ভাষার কি মহিমা । জাঁদরেল কথায় শুধু ওজন, ব্যপ্তি ও শক্তিই বোঝান হচ্ছে না - তার সাথে ব্যক্তিটির মেজাজ ও গলার স্বরেরও আভাষ দেয়া হচ্ছে । সুতরাং সাধারন পুনরোক্তির থেকে এই ধরনের কথা সম্পুর্ন ভিন্ন। যেমন ধরা যাক `বিয়ে থা আর বিয়ে-টিয়ে' । `আমার বিয়ে-টিয়ে করার ইচ্ছে নেই' - মানে এর দ্বারা শুধু যে বিবাহের

ব্যাপারে বৈরাগ্য জানানো হচ্ছে তা নয় - বলা হচ্ছে শুধু বিবাহই নয় বিবাহজাতীয় অর্থাৎ অনুরাগ, প্রেম ইত্যাদির উপরও বিতৃষ্ণা দেখানো হচ্ছে । বিবাহের ব্যাপারটা এখানে যেন একটু মামুলী ভাবেই নেওয়া হয়েছে । অথচ যদি বলা যায়, 'ওরে জগা এবার একটা বিয়ে থা কর' - তখন শুধু বিবাহকে গুরুতর ভাবেই নেওয়া হচ্ছে না; বলা হচ্ছে 'জগা একটা বিয়ে কর, সংসার পাত, ছেলেপুলে হোক। এই ব্যাপারে হাল্কা কিছুই নেই । এই রকমের আর একটা কথা, 'ফিষ্টিনষ্টি'। সত্যিকথা বলতে কি আমি এই কথাটার ঠিক মানেটা জানি না । আমার জ্ঞানীবন্ধু একদিন এক আড্ডায় কিছু দ্রাক্ষারস সেবনের পরে আমাকে 'ফিষ্টিনষ্টি' কথাটার ব্যাখ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যার সেই গভীর অর্থ দ্রাক্ষারস সেবনের প্রতিক্রিয়ায় আজ বিশেষ কিছু মনে নেই । তারমানে এই নয় যে কথাটার মানে না বোঝা সত্ত্বেও যে আমি কোনদিন 'ফিষ্টিনষ্টি' করি নি বা ভবিষ্যতে করার ইচ্ছে নেই তা' নয় । যাক সে কথা । আসল কথা হলো যে 'ফিষ্টিনষ্টি' ইত্যাদি কথাগুলো সাধারন পুনরোক্তির থেকে অনেক গভীর অর্থ বহন করে ।

কেউ কেউ আছেন যাঁরা এই কথার পুনরোক্তির ব্যাপারটা একটু বেশী ব্যবহার করেন । আমি একজনকে জানি, যিনি প্রতিটি বাক্যে অন্তত: একটি দুটি পুনরোক্তি ব্যবহার করেন । যেমন, 'আমি চান-টান করে, জামা-টামা পরে গেলুম পেলুদার বাড়ীতে । সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে গান-টান শুনে আর বাড়ি-টাড়ি ফেরার কথা মনে মনে ছিল না ।' বেশ বোঝা যাচ্ছে বেশী পুনরোক্তির ব্যবহার করে গুরুতর ভাবে কিছু বলা মুস্কিল । কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের কাছে জীবনের সবকিছুই তামাসা ।

আরও কতকগুলো কথা আছে যা অনেকটা পুনরোক্তির মতই - তবে সম্পুর্ন আলাদা । কারণ এদের দ্বারা বিশেষ কোন অর্থ ব্যক্ত করা হয় । যেমন, 'কাঁথাটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে'। এই কথাদ্বারা শুধু কাঁথাটার আদ্রতার পরিমাপই জানানো হচ্ছে না - সেই সঙ্গে কাঁথাটার পরিচ্ছন্নতা এবং কিসের দ্বারা আদ্রতা বৃদ্ধি হয়েছে তার কিছু আভাষ দেওয়া হচ্ছে । তেমনি অনেক কথা আছে যা দ্বারা বিশেষ পরিবেশ বা মেজাজ বোঝানো হয় । যেমন, 'বেশীর ভাগ স্বামীই স্ত্রীর সামনে একটু মিনমিনে বনে যান' । কতকগুলো কথা আবার বিশেষ শব্দবাচক যেমন, গনগনে আগুন, ঝিরঝির বৃষ্টি ইত্যাদি ।

যতদিন যাচ্ছে, হয়তো প্রবাসে থাকার জন্যেই বাংলাভাষা কানে আরও মধুর হয়ে উঠছে । বিশেষ করে যখন নতুন আসা বাঙ্গালীদের কথা শুনি । তাও অবশ্য খুব কম সময়ের জন্যে - যতক্ষন না তারা টাইট জিন, মিনি স্কার্ট পরে 'ফটাফট' অশুদ্ধ ইংরিজিতে কথা বলতে শুরু করে ।

** এই প্রবন্ধের একান্ত মৌলিক গবেষণাটি ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ স্নাতোকত্তর উপাধির জন্যে পেশ করা হবে। --- লেখক

অভিনন্দন !

Greetings from
Shib Das, Sumita,
Nandita & Sharmila
Biswas



বাংলার কালপরিবর্তন

রনেন সিংহ

তেতাল্লিশ বৎসর আমি বাংলার বাহিরে আছি । যদিও ৮/১০ বার অল্প দিনের জন্যে মাতৃদেশে ভ্রমন করিতে গিয়াছিলাম, এইবারে, ১৯৯৫ সালেই প্রথম বাংলার (পশ্চিম বাংলার) নানা বিষয়ে মূলগত পরিবর্তন হইয়াছে দেখিতে পাইলাম । অবশ্য প্রতিবারের ভ্রমনের সময়ই কিছু কিছু উন্নতি ও অবনতি দেখিতে পাইয়াছিলাম, সে সব সময়ে অবনতির ভাগই বেশী মনে হইয়াছিল । যেমন ১৯৭১ সালে নকসালের গোলমাল । এইবার কোন কোন দিকে বাঙ্গালী জীবনধারার মূলগত পরিবর্তন হওয়ার আভাষ পাইলাম । প্রায় ৫০ বৎসর স্বাধীন ভারতের অঙ্গ হিসাবে থাকার ফলে পশ্চিমবাংলায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা, হিন্দীর প্রভাব বাঙ্গালীদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিস্তার করিয়াছে দেখিতে পাইলাম । আধুনিক বাঙ্গালীদের অনেকেই হিন্দী ও বাংলা বলিতে সক্ষম । ইংরেজীও তাহারা জানেনই । ইহাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার বিষয়ে বাঙ্গালীর দান আরও বাড়িবে তাহা নিশ্চিত । আজকাল টেলিভিশন বাঙ্গালীর বাড়ীতে সকল বয়সের লোকেরাই দেখিয়া থাকেন । সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই টেলিভিশনের কর্মসূচিতে হিন্দী নাটক, সংবাদ ও আলোচনার বিষয় দেওয়া হয় । লক্ষ্য করিলাম বাঙ্গালী শিশু ও বয়স্কলোকেরা এইসব বিষয় হিন্দীতে দেখিতে বিশেষ আনন্দ পায় । বাংলার বিষয়ে বাংলা ভাষায় কম কর্মসূচী থাকাতে বর্ত্তমানের বাঙ্গালীদের কোন অসুবিধা বোধহয় – তাহা আমার মনে হইলনা । আরও দেখিলাম – বাঙ্গালীদের সাহিত্য ও কাব্যচর্চ্চার মজ্জাগত স্বভাবের কিছুটা পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে । আমার বিবেচনায় ইহা একটি মূলগত পরিবর্ত্তন । বাঙ্গালীরা, বিশেষ করিয়া কলিকাতা বাসিন্দারা, আজকাল ব্যবসা বানিজ্যের বিষয়ে আলোচনা করিতেই বেশ আগ্রহ দেখান – চাকুরীজীবি বাঙ্গালীদের এই অভ্যাস ও স্বভাব পরিবর্ত্তনের প্রবনতা দেখিয়া আমার ভালও লাগিল, মন্দও লাগিল । বাঙ্গালীরা এখন অনেক কল্পনাবিলাসী কম হইয়া বেশী বাস্তবধর্মী হইয়াছেন । ইহাতে বাঙ্গালীর আর্থিক স্বচ্ছলতাও বাড়িয়াছে মনে হইল । অতীতকালের বাঙ্গালীরা চাকুরী করিয়া ও সাহিত্য, কাব্য ও নানা কলা চর্চ্চা করিয়া দীর্ঘ সময় কাটাইতেন । ইহাতে তাহাদের মানসিক উন্নতি হইলেও আর্থিক দুরবস্থার অন্ত ছিলনা । বর্ত্তমানের বাঙ্গালীরা কিন্তু মানবিক বিদ্যা ও দক্ষতা, শিল্পকলাদি সৃজনের ক্ষমতা একেবারে হারাইয়া ফেলেন নাই । চারুকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও কাব্যের তাহাদের সৃজন ক্ষমতা এখনও পুরোদমে চলিতে দেখা যায় । আমার মনে হয় কল্পনাবিলাসী বাঙ্গালীর অন্তরটার এখনও মজ্জাগতভাবে পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয় নাই ।

দৃষ্টান্ত হিসাবে দুই চারজন আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের কথাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি । এই কবিরা অর্থ, ব্যবসা বানিজ্যের দিকে – আগুনের দিকে পতঙ্গের মত উড়িয়া যাইতে এখনও শিখেন নাই । ইহারা এখনও বাঙ্গালী ঐতিহ্যের মশাল জ্বালাইয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছেন ।

১) "শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৫)" বইয়ে কবি লিখিয়াছেন :

"নেশার মত খাঁটি নেই কিছুই,
সাচ্চা শুধু এই দেহের দাবি ।
মানতে নয় রাজী বেয়াড়া মন
দীন ও দুনিয়ার ধাপ্পাবাজি ।।"

২) শঙ্খ ঘোষ – "মুখ বড়ো, সামাজিক নয়" ১৯৮৩ ।

তুমি

"আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগেনা যদি ঘরে
ফিরে না দেখা পাই
তুমি আছো, তুমি ।"

৩) নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী – "আয় রঙ্গ" ১৯৯১ ।

দম্পতি

"এই যে দম্পতি, ওরা ঘরে
থাকার কী সুখ, তাকি জানে না ? জেনেও
জলের ভিতরে ঝাঁপ দিয়েছিল উপায়বিহীন।
তরঙ্গের ভাঁজে
ওরা খুব হাবুডুবু খেয়েছিল । আর
মহাপ্লাবনের মধ্যে ওরা একদিন

হাবুডুবু খেতে খেতে উঠেছিল নোয়ার
জাহাজে।"

৪) শক্তি চট্টোপাধ্যায় - "যেতে পারি কিন্তু
কেন যাব" ১৯৮৮ ।

প্রেমের মতন কাছে এসেছিল

"সোনা রুপো তামা থেকে ভয় পাই,
ধুলোতে পাইনা
প্রাসাদ পরিখা দেখে ভয় পাই, নিকটে
যাইনা
শুধু পথে পথে ঘুরি, সে কোন নিজস্ব নয়
বলে
সে তোমার সে আমার, ভিখারির ঝুলিতে
কম্বলে
মুখ ঢেকে শুধু থাকে, পড়ে থাকে,
উচ্চাকাঙ্খাহীন ।

প্রেমের মতন এসেছিল - বলেছে কুলোকে ।"

কম্পুটারের যুগে, ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের গোলপাকে বাঙ্গালী কবিরা তাহাদের মৌলিকতা, স্বাধিকতাকে বিসর্জন দেন নাই আমার মত প্রবাসী বাঙ্গালীর ইহাতেই বড় আনন্দের বিষয় ।

DIDAR GROCERY MART

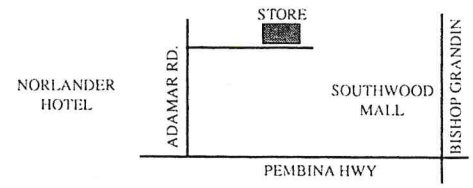
110 ADAMAR ROAD, WPG

ACROSS FROM CAPRICE HOTEL 1819 PEMBINA HIGHWAY

Ph: Bus. (204) 275-6060 **Res. (204) 269-4399**

Convenient Location for
South & East Winnipeg

FREE PARKING In front of store



* **EAST/WEST INDIAN GROCERY AND SPICES**
* **FRESH FRUITS AND VEGETABLES FROM INDIA (Like Drumstick, Parwal, Bhindi & Karela)**
* **FRESH GOAT MEAT & HILSA FISH**
* **KULFI & INDIAN STYLE ICECREAM**
* **BRAR ATTA**
* **NEWLY RELEASED EAST INDIAN MOVIES**

OPEN 7 DAYS A WEEK

9:00 A.M. - 9:00 P.M. WEEKDAYS 10:00 A.M. - 7:00 P.M. SUNDAYS

গজু কাহিনী

চিত্ত ঘোষ

গজহরিদার নাম শুনেছ। আরে ভজহরিদার ভাই, ভজহরিদা হল ব্রজহরিদার ভাই। আর ব্রজহরিদা রাখহরিদার ভাই। কাউকেই চিনতে পারছ না। যাক চেনার দরকার নেই। এই গজহরিদা, সার্টকোটে গজুদার সাথে প্রথম আলাপ হয়েছিল অনেকদিন আগে যখন আমি 'রকফেলার' মানে রকে বসে আড্ডা দেওয়ার দলে ছিলাম।

একদিন বসে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ ধুতি হাফ-সার্ট পরা পায়ে পাম্পসু ও মাথায় ছাতা এক ভদ্রলোক এসে হাজির। পঙ্কু চেঁচিয়ে উঠল আরে গজুদা যে, এতদিন কোথায় ছিলে। গজুদা বলে যাকে পঙ্কু সম্বোধন করল, ঝপ করে রকের উপর বসে পড়ে বললেন দে একটা সিগারেট দে তারপর সব বলছি। সিগারেটটা নিয়ে ধরিয়ে মৌজ করে টান দিয়ে ধোঁয়াটা কায়দা করে ছাড়তে ছাড়তে বললেন সুন্দরবনে ঘুরে এলুম। সবাই বলে উঠলুম সুন্দরবনের জঙ্গলে। বেড়াবার এত ভাল ভাল জায়গা থাকতে ওখানে গিয়েছিলেন কেন? গজুদা বললেন আরে বোকার দল বেড়াতে যাইনি আমি, স্বামী শীর্ষানন্দ ডেকে পাঠিয়েছিলেন। স্বামীজী অন্যদের থেকে একটু আলাদা, পাহাড়ে বা গুহাতে থাকেন না, জঙ্গলে থাকতেই ভাল বাসেন। বলেন পশু-পাখী, সাপ-খোপেদের মাঝে থেকে সাধনা করা কঠিন কিন্তু ভগবানের কাছে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। তেমন ভাগ্য হলে জঙ্গলে আসার প্রথমদিনেই, বাঘের নজরে পড়ে গেলেই। উনি এখনও পারেননি কারণ ভগবান বলেছেন ওনার এখনও অনেক কাজ বাকী আছে।

ঝন্টুটা বলে উঠল গজুদা অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ও স্বামীজীর নাম শুনেছি, কিন্তু শীর্ষানন্দের নাম কোনদিন শুনিনি। গজুদা বলল তুই তো অনেক কিছুই শুনিসনি তাই বলে সেগুলো মিথ্যে নাকি। বাচলামী না করে মন দিয়ে শোন পুণ্য হবে। পঙ্কু বলল ওদের কথায় কান দিও না তুমি বল।

গজুদা বলল তাহলে শোন তোরা। কলকাতা থেকে গাড়ী করে যখন সুন্দরবনে যেয়ে পোঁছলাম তখন দুপুর সবে পেরিয়েছে, রোদে ঝাঁঝাঁ করছে চারিদিক। কিন্তু জঙ্গলের ভেতরটা অন্ধকার, আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। স্বামীজীর নির্দেশ পাঠানো পথের নিশানা ধরে পেঁছিলাম আশ্রমে। স্বমেীজী তখন শূন্যশীর্ষাসনে, মানে উনি গাছের উপরে থাকেন আর গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে মাথা নীচের দিকে করে আসন করেন, মাথা মাটিতে ঠেকে না। সেইজন্যে এই আসনের নাম শূন্যশীর্ষাসন।

কি দেখলাম এইবার শোন। স্বামীজী আসন করে আছেন। অজস্র পাখী চারিদিকে, কিছু ডালে বসে, কিছু উড়ছে চারিদিকে। মাটিতে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ সব বসে রয়েছে। আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে স্বামীজীর কাছে পেঁছাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অত উঁচুতে পেঁছাতে পারছে না। বিছু বলল তোমাকে বাঘ ভাল্লুকরা কিছু করলনা। গজুদা বলল করবে কি করে, সাপ রিপেলান্ট, হিংস্র-জন্তু রিপেলান্ট, আরও অনেক রকমের রিপেলান্ট মাখা ছিল। কাজেই ধারে কাছেও কেউ আসতে পারেনি। গাছের নীচে পেঁছানোর সাথে সথেই সব জন্তু জানোয়াররা হাওয়া। স্বামীজী বললেন এসেছিস। তারপর অনেক উপদেশ দিলেন আর বললেন ওনার সাধনার কথা প্রচার করতে। আমরা চুপ করে শুনছিলুম। সবাই প্রায় একসাথে বলে উঠলুম গজুদা ওই রিপেলান্টগুলোর ব্যবসা করলে কিন্তু সকলে সত্যিকারের রকফেলার হয়ে যাব। এমনকি রকফেলারের থেকেও বড়লোক হয়ে যাব। গজুদা বলল সেটা হবার নয়। কারণ রিপেলান্ট কাজ করে স্বামীজীর ইচ্ছেতে। উনি চান না ওই নিয়ে কেউ ব্যবসা করুক।

আমি এতক্ষন চুপ করে শুনছিলুম। আর থাকতে না পেরে বলে উঠলুম, গজুদা, গাঁজা-আফিমের ঘোরেও কাউকে এরকম বিদঘুটে অবিশ্বাস্য গল্প বলতে শুনিনি। আমাদের কি এত বুদ্ধু ভেবেছ। গজুদা বলল এই ডেঁপোটা কেরে। পঙ্কু সাথে সাথে দাবড়ানী দিল এই ভন্ডুলে, তুই থাম ত। গজুদা বলে উঠল বাবা মা নামটা তোর ঠিকই দিয়েছিল রে। যাক তোদের সাথে বকে বকে গলা শুকিয়ে গেছে। চল্ পচার দোকানে যেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিই। গজুদা পয়সা খরচ করে চা খাওয়াবে। সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালুম পচুর দোকানে যাবার জন্যে। দোকানে যেয়ে সবাই বসার পর গজুদা চেঁচিয়ে উঠল 'ভাঁড়ে চা নিয়ে আয়'। হেঁাতকা বলল ভাঁড়ে চা খাব না, কাপে করে খাব। গজুদা বলল তোরা একেবারে বুদ্ধু, চা যে বানায় তার নাম ভবানী। ভাঁড়ে মা ভবানীর সর্টকাট ভাঁড়ে বলে ওকে ডাকি। জানি না ছেলের নাম ভবানী রেখেছিল কেন ওর

বাবা-মা।

ভাঁড়ে সবাইকে চা দিয়ে যাবার পর মোটুকু বলল গজুদা তোমার চুল উঠে যাবার ঘটনাটা ভন্ডুলটাকে শোনাও। গজুদা চেয়ারের উপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল গোবিন্দ পিল্লাই এর নাম শুনেছিস। স্কটিশচার্চ কলেজের সব থেকে ভাল ছাত্র ছিল। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তুই পড়াশুনাতে এত ভাল হলি কি করে রে গবা। কিছুতেই বলবে না। অনেক খোসামোদ করাতে শেষ পর্য্যন্ত ওর সিক্রেটটা বলেছিল। গবা যখনই পড়ে তখনই, ব্লটিং পেপার যেমন সব শুষে নেয়, ওর মগজটাও ঠিক তেমনি যা পড়ে সব শুষে নেয়। আর যখন পরীক্ষাহলে লিখতে বসে তখন মাথাটা মাঝে মাঝে ঝাঁকুনী দেয় আর ঝর ঝর করে কলমের ডগা দিয়ে সব বেরিয়ে আসে। ভাবলুম টেকনিকটা চেষ্টা করে দেখলে হয়। কিন্তু কিছুই ফল হল না। শেষ পর্য্যন্ত ভেবে চিন্তে ব্লটিং পেপার জোগাড় মাথার ওপর স্কচ টেপ দিয়ে এঁটে দিয়ে, পড়াশুনো শুরু করলুম। একমাস ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে খুব পড়লুম পরীক্ষার আগে। তারপর ভাবলুম দেখি টেকনিকটা কেমন কাজে লাগল। খাতা কলম নিয়ে বসে একটা একটা শ্রশ্ন ভাবছি আর মাথা ঝাঁকুনী দিচ্ছি কিন্তু কিছুই কলমের ডগা দিয়ে বেরোচ্ছে না। খাতা-কলম রেখে দিয়ে গবার কাছে যাবার জন্যে বাড়ীর বাইরে বেরোতেই এলানের সাথে দেখা। বললাম কোথায় গিয়েছিলি। বলল ডাল আনতে। মনে পড়ল নেমন্তন্ন বাড়ীতে `এলানে ডাল নিয়ে আয়' গল্পের কথা। আর কিছু বলার আগেই ও বলল `গজুদা তোমার চুল কোথায় গেল'। মাথায় হাত দিয়ে দেখি একেবারে মরুভূমি। ফাইবার অপটিকস এর মত কিছু কিছু চুল আছে কিন্তু চোখে দেখা যায় না। হাত দিলে তবে বোঝা যায়। ছুটে পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি সারা ঘর চুলে বোঝাই। ব্লটিং পেপারের ক্যেমিকাল রিএ্যাকশানে চুলের অকাল পতন ঘটেছে। আর সেই থেকেই মাথার চুল আর নেই। আর কিছু বলতে যাচ্ছিল গজুদা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল সময় হয়ে গেছে এবার উঠতে হবে। কিন্তু পাশের টেবিলে কয়েকজনের জন্মান্তরবাদ নিয়ে আলোচনার কথা কানে যেতেই ওদের শুনিয়ে গজুদা জিজ্ঞেস করল আমাদের, তোরা জানিস পাহারাদার কুকুর (ওয়াচ ডগ) গতজন্মে কি ছিল। আমরা এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি দেখে বলল জানি তোরা বলতে পারবি না। ওরা পূর্বজন্মে পাহারাদার (সিকিউরিটি গার্ড) দিল ভগবান ব্রম্মার। পাহারা দেওয়ার বদলে ঘুমোত ব্রম্মা রেগে যেয়ে বললেন তোমরা পাহারাদার হয়েছিলে খারাপকাজ করার জন্যে। পরজন্মেও এবং জন্ম জন্মান্তরে পাহারাদার হয়েই জন্মাবে। তবু মানুষ না কুকুর হয়ে। এটা আমার গুলবাজবাবার কাছে শোনা। গুলবাজবাবা থাকেন এভারেস্টের চুড়োয়। এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। ওকে দেখা যায়না বরফে ঢেকে গেছেন। বইয়ে এভারেস্টের উচ্চতা যা পড়ে থাকবি তার থেকে আসলে সাড়ে পাঁচ ফুট বেশী। ওটা আসলে গুলবাজবাবার হাইট।

হঠাৎ দেখি হাঁদু আর চাঁদু ঝট করে উঠে চায়ের দোকানের চা ছাঁকার গামছাটা নিয়ে এসে দুজনে দুদিকে ধরে বলল `এবারে ছাড় গজুদা' গল্পগুলো ছেঁকে নিই। গজুদা ওদের দিকে একবার কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বলল আমি চললুম ভ্রমনানন্দের কাছে ভ্রমন সম্বন্ধে জ্ঞান নিতে।

ঘুমটা ভেঙ্গে গেল ঝাকুনীতে। চোখ খুলে দেখি গিন্নী ঝাঁকুনী দিচ্ছে আর বলছে অনেক ঘুমিয়েছ। এবারে ওঠ।

** ঘটনাটা ভন্ডুলের কাছ থেকে শোনা
-- লেখক



আজই

শিখা মাইতি

যদি কিছু দিতে চাও, নিতে পারি। তবে
যা দেওয়ার আজই দিতে হবে।

নীল আকাশের নীচে একা গাছে সুর
ফোটায় নিজস্ব মূল, গন্ধ, পল্লব, অঙ্কুরে।
শান্ত দুপুরে মৃদু মর্মরধ্বনি
নিজেকে স্বচ্ছন্দে বলি, আগে তুমি কখনো শোনোনি।

যা দেওয়ার আজই যদি দিতে পারো, দেবে,
আমি জমা করে নেবো আমার হিসেবে।

এত ছায়া, এত রং, এত ফুল !
দূর থেকে যা শুনেছি, কাছে এসে দেখি তা নির্ভুল,
অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সুখে কিংবা শোকে
দুটি পাখী বসে আছে একান্ত নীরবে।

দূর থেকে যা শুনেছি, কাছে গিয়ে নিজে তা মেলাব।
যতদূর যেতে পারি, যাব।
তাড়াতাড়ি চলে যাই, কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি,
ঘরে ফিরে যেতে হবে, ফিরে যাওয়াও জরুরী।

যদি কিছু দিতে চাও, নিতে পারি, তবে
যা দেওয়ার আজই দিতে হবে।

অভিনন্দন

Greetings from
Pradip, Sikha, Soubhik & Sourabh
Maiti

গড্‌স লেক ন্যারো

শায়লা খান

জায়গার নামটি ভারী অদ্ভুত - গড্‌স লেক ন্যারো। ম্যানিটোবার মানচিত্রটার দিকে যদি তাকান, তবে দেখবেন - একেবারে সুদূর উত্তরে - চারিপাশে লেক মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। হাতের বাঁ দিকে দেখতে পাবেন "ক্রস লেক" এবং "নরওয়ে হাউস"। প্রথমে মানচিত্রে জায়গাটা দেখে মনে হয়েছিল - ওখানে কি ভাবে এত ঠান্ডায় মানুষ বাস করে? উইনিপেগে থেকে তাপ নিয়ন্ত্রিত বাসভবন ও গাড়ী উপভোগ করেও আমাদের নালিশের শেষ নেই - কি ঠান্ডা! কি ঠান্ডা !! যাই হোক, মনে মনে ভাবলাম গরমের সময় যাচ্ছি খুব একটা কষ্ট হবে না। নিশ্চয় ভাবছেন - আমি কি ওখানে সখ করে গেছি? না, এখনও অত মহৎ হইনি যে সখ করে মানুষের কষ্টের ভাগীদার হবো। তবে, অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম এ দেশে কহু বছর ধরে আছি, অথচ যাদের দেশে আসলাম সেই 'ফার্স্ট নেশান' এর লোকদেরই দেখার সুযোগ হল না। তারা উত্তরে কোথায় থাকে, কি তাদের চাল-চলন বা কি তাদের বক্তব্য! সেইজন্য প্রথম সুযোগটা আর হাতছাড়া করলাম না। Inter University North (IUN) বলে একটা সংগঠন আছে, এরা উত্তরের কম্যুনিটিতে কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা করে। আদিবাসী ক্যানেডিয়ানরা এখন আর ঘরে বসে নেই। বর্তমান জীবন যাত্রায় তাঁরা অন্যান্য ক্যানেডিয়ানদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। তাঁরা IUN প্রদত্ত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। গত কছরের মে মাসে আমি একটা কোর্স পড়াতে গড্‌স লেক ন্যারোতে গিয়েছিলাম।

যাবার সব বন্দোবস্ত করলাম। মনে মনে খুব আতঙ্কিত হলাম। তবুও উত্তেজনাপুর্ন মানসিকতা নিয়ে সব কষ্টের জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। লোকজন যেভাবে উপদেশ দিতে লাগল যে ভয় না পেয়ে উপায় ছিলনা। যাচ্ছি গরমের সময় তবু নিতে হল সমস্ত শীতের কাপড়। বিমান বন্দরে প্রথম বার যখন গেলাম প্লেনটা দূর থেকে একটা খেলনা প্লেনের মত লাগছিল। বিমান বন্দরটাও খুব ছোট। দেখি হাতে গোনা কয়েকজন যাত্রী বসে আছে। সবাই মনে হল Cree Nation এর। যতই প্লেনের কাছে অগ্রসর হচ্ছি ততই বুকের ধড়ফড়ানি বাড়ছে। মনে মনে ভাবছি কিভাবে এত ছোট্টট একটা প্লেন অতদূরে যাবে। প্লেনটার একটা বর্ণনা যদি না দিই তবে আপনাদের আমার সেই সময়কার মনের অবস্থাটা বুঝাতে বড়ই কষ্ট হবে। সহ-পাইলট ছোট্ট একটা ছ'ধাপ ওয়ালা সিড়ি প্লেনের পাশের দরজা খুলে বের করে বিছিয়ে দিল। খোদার নাম তখন আর না নিয়ে বাঁচার কোন সম্ভাবনা দেখলাম না। যা যা সুরা-দোওয়া মনে করতে পারলাম এক এক করে মনে মনে আওড়াতে লাগলাম। সিড়ির চুড়ায় পৌঁছেই প্লেনের দরজা আমার গলায় গিয়ে ঠেকল। মাথা নীচু করে কোনরকমে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে একটা সীটে বসে পড়লাম। চার পাশে তাকিয়ে দেখলাম মোট সীট বারোটা। যাত্রী আমরা ছ'জন। সবাই দেখি খুব সুন্দর বসে সাথে সাথে কানে যার যার ঠোসা পরে নিল। আমার ব্যপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল। আমি আসলে ভাবছিলাম - দরজা খুলে কি এখন বেরিয়ে পড়া যায়না? হায়! হায়!! কি হবে? শেষ পর্য্যন্ত এই প্লেনটা কি আমার নির্দিষ্ট স্হানে আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে? তাও যদি ১০ বা ১৫ মিনিটের পথ হত, নাক-চোখ-মুখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতাম। আমাকে এই ছোট্ট প্লেনের একঘন্টা বিশ মিনিট ভ্রমন করতে হবে। বুঝতেই পারছেন আমার মানসিক অবস্হা। জানালার বাইরে তাকাতেই দেখি আমার দুই কন্যার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে। অনেকটা জোর করেই হাসার চেষ্টা করলাম যাতে করে ওরা বুঝতে না পারে যে আমি ভয়ে কাতর হয়ে আছি। তখন শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল - আমি যদি এ যাত্রায় ফিরে নাও আসি আমার মেয়ে দুটাকে আমার অতি কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ঠিকমতই দেখেশুনে রাখতে পারবে। এই বিশ্বাসটা মনের ভিতর ছিল বলেই বাকী সব অদৃশ্যের হাতে ছেড়ে চুপচাপ কানে ইয়ারফোনটা গুজে বসে থাকলাম। কয়েক মিনিট পর সহ-পাইলট ভড়ভড় করে কি যে বলল আমি তা শুনার কোন চেষ্টাই করলাম না। মনের ভিতর শুধু একটাই চিন্তা কখন গিয়ে গড্‌স লেক ন্যারোতে পৌঁছাব। একটু পরেই দেখি কান দুটোয় অতিরিক্ত অস্বস্তি লাগছে। ইয়ারফোনটা খোলার সাথেসাথেই প্রচন্ড আওয়াজের ভয়ে আবার তা পরে নিলাম। প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ এত প্রকট যে ইয়ারফোনটা না পরে উপায় নাই। ইঞ্জিনের শব্দের সাথে সাথে আমার বুকের ধড়ফড়ানিটাও তাল মিলিয়ে বাড়তে লাগল।

কয়েকমিনিট পরে মনে হল প্লেনটা যেন নড়ছে। তখন একটু বিশ্বাস করার চেষ্টা করলাম যে এটা আসলে ছোট হলেও খেলনা প্লেন না, এটা চলে এবং একটু পরে হয়ত উড়বে কে জানে? জানালার দিকে যতক্ষন ওদের তিনজনকে দেখতে

পেলাম ততক্ষনই চোখের দৃষ্টি স্হির করে রাখলাম। কে জানে এই হয়ত শেষ দেখা! যেই মুহূর্তে ওরা আমার দৃষ্টির অগোচর হল আমার মনের ভিতর আতংক বাড়তে লাগল। নানারকম দুশ্চিন্তা মনটাকে অস্হির করে তুলল। ভাবলাম আমাকে অন্তত একঘন্টা বিশ মিনিট (যদি এর আগে কোন অঘটন না ঘটে) এইখানে এইভাবে জীবনের সাথে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ করতে হবে। আমার কিছু একটা করা দরকার এই দীর্ঘ সময়টা পার করবার জন্য। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম সবাই দিব্যি চোখ বন্ধ করে নাক ডাকছে। হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। আমরা এতক্ষনে মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করেছি। বেশীক্ষন জানালার দিকে আমার পক্ষে তাকানো সম্ভব হল না। তাকালেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি প্লেনের ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যাবে। চারপাশে তাকিয়ে কোন "Toilet" লেখা সাইন দেখতে পেলাম না। বুঝতেই পারছেন আমার অবস্হা! ভয় পেলে নাকি মানুষের বেগ পায়! সময় কাটানোর একটা পথই খোলা ছিল। ব্রিফকেস খুলে কোর্সের পাঠ্য-পুস্তকটি বের করে খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করলাম। যদিও সেই মুহূর্তে মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। তবুও মাথা নীচু করে বইয়ের দিকেই দৃষ্টি স্হির রাখলাম। অন্তত: বাকী পাঁচজন যেন টের না পায় আমার অবস্হা। ঘড়ির কাঁটা যেন নড়ছে না। ন'টায় প্লেনে উঠেছি। পাঁচ মিনিট পর পর ঘড়ির দিকে চোখ যাচ্ছে - কখন ১০:২০ বাজবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত নিজের ভিতরে বেশ সাহস সঞ্চয় করে ফেললাম। যখন দেখলাম প্রথম ৪০ মিনিট কোন অঘটন হলনা, প্লেন বেশ সুন্দর আকাশে উড়ছে, তখন মনে হল বাকী অর্ধেক সময়টাও কোন মতে কেটে যাবে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমার প্লেনে চড়ার অতীত অভিজ্ঞতা এটার থেকে একেবারেই ভিন্ন। বহুবার প্লেনে চড়ে দেশ-বিদেশ ঘুরেছি - কোনদিন ভয় পাইনি। আপনারা যদি কোনোদিন Perimeter কোম্পানীর মিনি প্লেন গুলোতে চড়েন তবে বুঝতে পারবেন আমার ভয়ের কারনটা। আগেই শুনেছিলাম এগুলো লোকাল এবং ছোট, তবে ধারনাও করতে পারিনি এত ছোট। যেহেতু বড় একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাচ্ছিলাম তাই এ ব্যাপারটা আগে চিন্তাই করিনি। ভেবেছি - প্লেন যখন আছে নিশ্চয়ই মানুষ যাতায়াত করছে। তারা পারলে আমিও পারবো। অবশ্য বাকী পাঁচজনকে দেখে আপনি বুঝতেই পারবেন না ওরা প্লেনে উঠল নাকি বাসে উঠল। ওদের কাছে এই প্লেনটা অনেকটা বাসের মত নিত্যকার ব্যাপার। ওরা প্রায়ই এইসব প্লেনে যাতায়াত করছে। কাজেই ভয় পাবার ওদের প্রশ্নই ওঠেনা। আমার জন্য অভিজ্ঞতাটি এই প্রথম। তাই হয়ত ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। তবে সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে প্রকাশ করিনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব এ্যাডভেঞ্চারাস, দু:সাহসিক কর্মপ্রচেষ্টায় অংশ গ্রহন করে সবসময় আনন্দ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। ভয় পেলেও এই প্লেন যাত্রাটা আমার জীবনের একটা বিরাট স্মরনীয় ঘটনা। বহু নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এই যাত্রার পর থেকে।

যাই হোক, হঠাৎ টের পেলাম কানটা ব্যাথা করছে। বুঝতে পারলাম প্লেন এখনই ল্যান্ড করবে। জানালার দিকে তাকিয়ে আশেপাশে কোন এয়ারপোর্ট চোখে পড়ল না। যেদিকেই তাকায় সেদিকেই বরফ জমা লেক আর লেক। মাঝখানে কিছু লম্বা লম্বা গাছ। সমস্ত নীচটা তুষারের মত সাদা ধবধবে, উপর থেকে মনে হচ্ছে বরফের মরুভূমি। দেখতে যদিও অপূর্ব লাগছিল তবে মনে মনে ভাবছিলাম পাইলট নিশ্চয়ই ভুল করছে, এখানে তো কোন এয়ারপোর্ট নেই, কোথায় ল্যান্ড করবে? খোদার নাম আর একবার জপতেই হল। এই বুঝি প্লেনটা বরফের উপর ক্র্যাশ করবে এবং শীতল পানিতে আমরা সবাই ডুবে মরব! খানিক পর দেখি একটা ছোট্ট রানওয়ে। এতই ছোট্ট যে পাইলটকে একটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে প্লেনটা থামাতে হল। যাক বাবা! তাও ভাল শেষ পর্যন্ত মাটির সাক্ষাত পেলাম। আবার সেই ছ'ধাপ সিড়ি বেয়ে প্লেন থেকে নামলাম। মে মাস, কিন্তু নামার সাথেসাথে ঠান্ডায় হাত-পা জমে গেল। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা ঘর, উপরে লেখা 'গড্স লেক ন্যারোস এয়ারপোর্ট'। তখনই বুঝলাম আমি পৌঁছে গেছি। জায়গাটা ছোট্ট, আমাদের দেশের গ্রামের মত লাগল। ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজর ডন ট্রাউট আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। প্রথমে 'টয়লেট' লেখা ঘরটায় গিয়ে ঘুরে আসলাম। তারপর একটা কাঠের বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমার সুটকেসের জন্য। চারপাশটা দেখে আমার মনের ভিতর এমটা অদদ্ভুত অনুভূতি হল। আমার মনে হচ্ছিল আমি বাংলাদেশের কোন এক ছোট্ট শহরের রেলওয়ে ষ্টেশনে বসে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি। বেশ ভালই লাগছিল। কয়েক মুহূর্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ ডন এসে বলল, "Shaila, your suitcase just arrived. We have to pick it up from the back door on our way" তখন আবার ফিরে এলাম বাস্তবতায় এবং উপলব্ধি করলাম আমি আসলে বাংলাদেশে নাই, আমি ক্যানাডায় - বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। তবে সেদিনের সেই হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত কয়টি আমাকে যে কি আনন্দ দিয়েছিল তা লিখে প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই। যদি লেখক, গল্পকার বা কবি হতাম হয়ত চেষ্টা করতাম।

গড্‌স লেক ন্যারোর লোকগুলি খুবই আলাপী। দেখতে সবাই বেশ লম্বা চওড়া এবং সবার পায়ে দেখলাম বিরাট বড় বড় হাঁটু পর্য্যন্ত রাবারের বুট, গায়ে একটা করে মোটা চামড়ার জ্যাকেট, এবং হাতে ও মাথায় যার যার গ্লাভস ও টুপি। লোকজনের পোষাক দেখে ঘাবড়ে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম না এয়ারপোর্ট থেকে কতদূর যেতে হবে? কিসে যাব? ইত্যাদি। হাতের কাছের ব্যাগটা থেকে সোয়েটারটা এবং বুটটাও বের করে পরে বসে থাকলাম। মে মাস। কাজেই বুঝতে পারিনি এতটা ঠান্ডা হবে। চারিপাশে তখনও বরফ-ঢাকা। পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়েই সুটকেসটা হাতে নিয়ে ডনের পেছন পেছন গেলাম। কয়েক কদম হাঁটার পর ডন স্যুটকেসটা তার Skidoo এর পেছনে রাখল পবং আমাকে বলল, "Did you ever ride in a Skidoo before" আমার উত্তর ছিল "No" সে বলল, "Don't worry, I am a good driver. We will take a short cut on the frozen lake, I know which part of the ice is still hard. But it will be a little cold and windy. So wrap yourself up properly". আমার অবস্হাটা বুঝতেই পারছেন। মিনি প্লেনের অভিজঃতার ধাক্কা না সামলাতেই এখন আবার Skidoo রাইডে যেতে হবে, তাও আবার frozen lake এর ওপর দিয়ে। উইনিপেগে বসে শুনেছি নর্থ এর সবাই শীতের সময় এইভাবেই গাড়ী নিয়ে frozen lake এর উপর দিয়ে চলাফেরা করে। তখনই মনে মনে আশঙ্কা হয়েছে আচ্ছা যেতে যেতে হঠাৎ যদি কোন এক জায়গায় বরফ গলে গাড়ীটা ডুবে যায় তখন কি হবে? আর এ বলে কিনা সে জানে এখনও কোন কোন জায়গাগুলি শক্ত আছে এবং ওই পথ ধরে সে যাবে। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলনা। দুই পা Skidoo এর দুইদিকে ঝুলিয়ে পেছনে রাখা স্যুটকেসের উপর হেলান দিয়ে বললাম, "I am ready, let's hit the road". মনে মনে তৃতীয়বারের মত খোদার নাম জপলাম। ডন Skidoo ষ্টার্ট দিয়ে ভোঁ ভোঁ চালাতে লাগল। খানিক দুর গিয়ে দেখি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চারিপাশে মাইলের পর মাইল শুধু বরফ আর বরফ। প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাসে আমার কান-হাত-পা জমে যাচ্ছিল। মনে মনে ভীষন ভয় লাগছিল। প্রতিবারই মনে হচ্ছিল নীচের বরফগুলি হয়ত এতদিনে গলে গেছে এবং এখনই Skidoo টা ধ্বসে ঠান্ডা জলের নীচে তলিয়ে যাবে। এবং সেখানেই আমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করব। তবে ডন দেখি একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে তার Skidoo ঘোরাচ্ছে। সে ঠিকই জানে কোন পথ দিয়ে যেতে হবে। অবশ্য আমাকে দেখে যেহেতু বুঝতে পারেনি আমি কতটা ভয় পেয়েছি সেইজন্যেই সে এই শর্ট-কাটটা বেছে নিয়েছে। আমি যদি না করতাম তবে শহরের ভিতর দিয়েই যেত। আগেই বলেছি, আমার এই ধরনের উত্তেজনাপুর্ন অভিজঃতা খুবই ভাল লাগে, ভয় পেলেও সাহস করতে আমি কোনদিন পিছপা হই না। সবকিছু যদি ভয় পেয়ে এড়িয়ে যায় তবে জীবনের অনেক দু:সাহসিক এবং বিপদ্জনক অভিজঃতা থেকে বঞ্চিত থাকব। হয়ত তাতে ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্ষতি হবেনা তবে নতুন অভিজঃতার তালিকায় কিছুই থাকবেনা যা পরে স্মরনে নিজেকে একটু আনন্দ দেবে। প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু শিখে প্রতিদিনের অভিজঃতার মাধ্যমে। আমি এই ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করা ঘটনা কোনসময় হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দিই না। সাথে সাথে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ভয় অবশ্যই পেয়েছিলাম, প্রচন্ড ভয়। তবে সুদক্ষ পাইলট এবং ডনের উপর বিশ্বাস ছিল দেখেই এইভাবে নর্থ এ পড়াতে আসতে আগে থেকে রাজী হয়েছি। আমার মনে হয় মানুষের উপর মানুষের বিশ্বাস থাকাটা খুবই প্রয়োজন। পৃথিবীটা খুবই কঠিন জায়গা, সবাই সবকিছুতে দক্ষ হতে পারেনা। যার যার শখ অনুযায়ী মানুষ বেছে নেয় তার কর্মজীবন। তবে একে অন্যকে আমরা যদি সাহায্য না করি বা বিশ্বাস না করি আমাদের একার পক্ষে অনেক কিছু করার বা অনেক কিছু দেখার সুযোগ হবে না। যাই হোক বেশী কথা না বাড়িয়ে সর্বশেষে কিভাবে পাহাড় বেয়ে এপার্টমেন্টে উঠলাম সেই অভিজঃতার কথাটা লিখছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখলাম আমরা একটা পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছালাম। প্রচন্ড ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক মিনিটের Skidoo রাইডটা দারুন লাগল। ভয় এবং ঝুকির সংমিশ্রনের এক অদভুত উত্তেজনাপুর্ন অনুভুতি। Skidoo থেকে নামার সাথে সাথে রওনা হলাম উপরের দিকে। কয়েক কদম হাঁটার পর দেখি পা আর টানতে পারছিনা। তবে ডনের সামনে এমন ভাব দেখালাম যেন আমি পাহাড়ে চড়তে খুবই অভ্যস্ত। স্যুটকেসটা ও অবশ্য অনেকটা জোর করেই আমার হাত থেকে নিয়ে হনহন করে উপরের দিকে উঠে গেল। আমি টুকটুক করে একহাতে ব্রীফকেস এবং অন্য হাতে খাবারের ব্যাগটা টেনে শেষপর্য্যন্ত বহু কষ্টে উপরে উঠতে সক্ষম হলাম। উঠে দেখি ডন মুচকি মুচকি হাসছে আমার করুন অবস্হা দেখে। যাই হোক, ও আমাকে আমার এ্যাপার্টমেন্টের চাবিটা দিয়ে চলে গেল। আমি ঘরের দরজা খুলে ধপাস করে সোফার উপর খানিকক্ষন পড়ে রইলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ক্লাস শুরু হতে আরো ঘন্টাখানেক আছে। আস্তে আস্তে ক্লাশে যাবার জন্য তৈরী হলাম।

অনেক ছোট ছোট অভিজঃতা আমার এই

গড্‌স লেক ন্যারোতে হয়েছে যা সময় পেলে পরে লেখার চেষ্টা করব। আজ শুধু এইটুকু বলেই শেষ করছি যে গড্‌স লেক ন্যারোতে আমি যে কোর্সটা পড়িয়েছি সেটা সব মিলে বহু কষ্ট হলেও খুব ভালো লেগেছে। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আমি যে সন্মান পেয়েছি তা আমার কাছে চির-স্মরনীয় হয়ে থাকবে। এখানকার জীবনযাত্রা, সমাজ ব্যাবস্থা, সংস্কৃতি অনেকটা আমাদের দেশের মত। শুধু ব্যতিক্রম এখানে বরফ জমে - দেশে বৃষ্টি হয়। এখানকার লোকজন গ্রাম-বাংলার মতই সহজ-সরল এবং কর্মঠ। এত কষ্টের মাঝেও যখন দেখি ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ক্লাসে আসছে তখন মনটা আনন্দে ভরে উঠে। এমন সুযোগ আমাদের গ্রাম-বাংলায় পৌঁছাতে হয়ত অনেক দেরী। নিজের কষ্টের কথা তখন আর একবারও মনে হয়না। ভাল লেগেছে বলেই এ বছরের প্রচন্ড শীতের জধ্যে ফেব্রুয়ারী মাসে আর একটা কোর্স পড়াতে দ্বিতীয়বারের মত গড্‌স লেক ন্যারোতে এসেছিলাম। সুযোগ হলে ভবিষ্যতে নর্থ এর যে কোন জায়গায় আবার আসব।



NEW DELHI Restaurant

749 Ellice Avenue

774-1371

Specializing in East Indian Food

Open 7 Days a week

Luncheon Buffet - $4.50 Monday - Saturday

OPEN

MONDAY TO THURSDAY 11:30 A.M. TO 10:30 P.M.
FRIDAY TO SUNDAY 11:30 A.M. TO 11:00 P.M.

Take Out and Delivery Service on Request

নারায়ণ

মুজীবুর রহমান

নারায়ণ গোলদার আমার কৈশোর কালের বন্ধু। স্কুল শেষ কোরে একসাথে কলেজে গিয়েছি। একই ক্লাসে পড়েছি ওই খুলনার ব্রজলাল কলেজে। সাধারন জামা, ধুতি ও ওই একই চপ্পল পরে দিনের পর দিন ক্লাসে এসেছে। বসত ঠিক আমার পাশে। জিজ্ঞেস কোরত, "আজকে মনটা কেমন আছে ?" বলতাম, "ঐ একই রকম।" কিঞ্চিৎ ঠাট্টাচ্ছলে ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে উত্তর শুনে খুব কোরে হাসত। আমিও তার সাথে যোগ দিতাম। দুজনে আবার উর্ধশ্বাসে ছুটে শাট্‌ল ট্রেন ধরে আবার ৪ মাইল দূরে খুলনায় ফিরে আসতাম।

একদিন জিজ্ঞেস কোরলাম, 'নারাণ, আই এস সি কোরে কি কোরবে, ঠিক কোরেছ?' সে বলল, "হয়ত ডাক্তারী, কারণ আমাদের গ্রামের আশে পাশে কোনই ডাক্তার নেই, কয়েকজন হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া।"

আই, এস, সি পাশ কোরে আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে এলাম, নারাণকে প্রথম বর্ষে দেখলাম না।। তিন বৎসর পর সে এলো। জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'এতো দিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?' সে কলল, "হারাইনি মুজীব, ঠিকই ছিলাম। তবে আই এস সির ফলটা বেশী ভাল না বলে বি এস সি কোরে এলাম।"

আবার ঐ পাশাপাশি হাঁটা, একসঙ্গে বসে খাওয়া। আর মুচকি মুচকি হেসে ঠাট্টাচ্ছলে কথা বলা। একদিন নারায়ণ আমাকে বলল, মুজীব, তুমি তো এখন সিনিয়র ক্লাশের ছেলে। আমার গ্রাম থেকে এক রুগী এসেছে। বোধ করি পেটে আলসার। খুবই গরীব, যদি ভর্ত্তি কোরে দিতে পার, তাহলে খুব ভাল হয়। বললাম, "বেশ তো, চেষ্টা কোরে দেখব"। এর পরের দিন আউট পেশান্টের স্লিপ বানিয়ে রেসিডেন্ট সার্জনকে বলে শরৎ বিশ্বাসকে ভর্ত্তি কোরে দিলাম। আমার আর এক বন্ধু বলল, "প্রফেসর কে প্রাইভেটে না দেখিয়ে তুমি যে ভর্ত্তি কোরলে তার বেড়ে, এটা মনে হয় ভাল করনি"। তার পরদিন সন্ধ্যেয় দুই ঘন্টার ছুটিতে শরৎকে নিয়ে এ প্রফেসরের বাড়ী গেলাম। বললাম, স্যার, আমার মনে হয় এর পেটে আলসার আছে, দেখুন যদি অপারেশনের প্রয়োজন হয়।" ভদ্রলোক অবাঙ্গালী, অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক। জিজ্ঞাসা কোরলেন, "বেথা টেথা হোয়?" শরৎ ঘাড় নেড়ে "হ্যাঁ" বলল। প্রফেসর বললেন, "ঠিক আছে, নিয়ে যেয়ে ভর্ত্তি করে দাও, আমি দেখব।" মনে মনে বললাম, ভর্ত্তি তো সে হয়েই আছে।

এর তিন দিন পর হন্তদন্ত হয়ে একটা ক্লাশের মাঝখানে নারায়ণ এসে আমাকে ডাক দিল পাশ থেকে। কাছে গেলাম। সে বলল, "শরতের এই মুহূর্তে অপারেশন হ'চ্ছে, অনেক রক্তের প্রয়োজন, তবে দুবোতল কিনে দিয়েছি, আরও দুবোতল লাগবে। কিন্তু শরতের আর টাকা নেই। আমারও হাত শূণ্য, কি করি বলত?"

আমারও তখন মাসের শেষ। পকেট কিছুটা গড়ের মাঠ। একটু চিন্তা কোরে বললাম, দেখি যদি একবোতল রক্ত দিই, তবে যদি তার পরিবর্তে ব্লাড ব্যাঙ্ক একবোতল দেয়, তাহলে ওটা শরতের কাজে লাগবে। নারায়ণ ও আমি একবোতল কোরে রক্ত দিয়ে তার পরিবর্ত্তে দুই বোতল রক্ত অপারেশন থিয়েটারে দিয়ে এলাম।

শরৎ সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেল। এর পর একটার পর একটা পরীক্ষার কিস্তি। হাসপাতাল, কলেজ আর হোস্টেল। ছাত্রাবস্থার দিন গুলো হঠাৎ কোরে যখন ফুরাল, ইনটার্ন হয়ে কাজ আরম্ভ কোরলাম। তখনও নারায়ণ আমার সাথে হাঁটে, বসে ও খায়। সেতো আমার ছায়ার মতই ছিল। একদিন সে বলল, "মুজীব আমি কিন্তু হারাইনি, এই কাছেই আছি"।

ইনটার্ন সেরে খুলনায় প্র্যাকটিস আরম্ভ কোরলাম। সেখানেও নারায়ণ। একি, তুমি? খলখল কোরে হেসে বলল, "না মুজীব, এখনও হারাইনি। যাক, আমাদের গ্রামে একটু যেতে হবে। অনেক রুগী আছে। খুলনা থেকে মটর লঞ্চে দেড় ঘন্টার পথ। তৎপর ১/২ মাইল হাঁটা পথ।" নারায়ণ তখনও চতুর্থ বৎসরের ছাত্র। তবুও তার ডাক্তারী বিদ্যা যথেষ্ট প্রখর। ওখানকার এক কোয়াক ডাক্তার এক শ্বাস কষ্টের রুগী দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমি দেখে ভাবলাম, এ এ্যাসমার রুগী। কিন্তু নারায়ণ আমাকে বলল, "ওর পা দুটো ফোলা, লাংস এ রাল্‌স্ আছে, কার্ডিয়াক এ্যাসমা নয় তো"?

দুর্গম পাড়াগাঁয়ের গোলপাতার কাঁচা ঘরের বারান্দায় বসে আছি। উঠানে লোকে লোকারণ্য। সবাই শহরের এম, বি, ডাক্তার

দেখতে এসেছে। ছোট ছোট উলঙ্গ ছেলে, ধুতি আর চাদরে ঢেকে পুরুষ আর ঘোমটা টানা কুলবধূরা, সবাই এসেছে। আমি একটু ইতস্তত: কোরে কোয়াক ডাক্তারবাবুকে বললাম, আপনি আগে যে এড্রিনালিন দিয়েছিলেন, ওটা ঠিক ছিল, তবে এখন এ্যামাইনোফাইলিন, ডিজকিসন ও থায়াসাইড দিলে আরও ভাল হয়। নারাণের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। "মুজীব, তুমি ঠিকই কোরেছ।" ওই মহিলা সুস্থ্য হয়ে গেলেন।

নারায়ণের সঙ্গে গ্রামের নানা রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি। পুরোনো গল্পগুলো বলে ও শুনে হেসেছি। তারপর চলে এলাম বিদেশের ইংল্যান্ডে। নয় বৎসর পর আবার ঐ খুলনায় ফিরে নারায়ণের দেখা পেলাম। এবার সে খুলনাতেই ডাক্তারী কোরছে। যেয়ে দেখলাম, মাইক্রোস-কোপের দিকে ঝুকে কি দেখছে। আস্তে আস্তে বললাম, "নারাণ"। মাথা তুলে নারাণ আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকালো, তার পর মুচকি হেসে বলল, "এতদিনে মনে পড়ল?" বললাম, "কি কোরব, এম, আর, সি, পি কোরতে ব্যস্ত ছিলাম।" নারাণ বলল, "চলো আমার বাড়ী এক্ষুনি।" বললাম, বন্ধু সময় খুব কম, বরঞ্চ এখানেই কথা গুলি সারি। আবার সেই গল্প, সেই ঠাট্টা, সেই পুরোনো স্মৃতিকে স্মরন। ভুলে গেলো সে আর রুগী দেখতে। আমাকে পেয়ে সে যেন সব ভুলে গেল। আমার অবর্তমানে সে আমার মা 'কে অনেক যত্ন করে চিকিৎসা কোরেছে, ও আমার সংবাদ নিয়েছে।

তার পর বহুদিন হয়ে গেল। আবার খুলনা গেলাম। আমার কথা শুনে সে দুই মেয়ে নিয়ে আমাকে দেখতে এলো। "ভালো আছো তো" আবার কানে ফিস ফিস কোরে জিজ্ঞাসা। বললাম, "আমার মাথার চুল পেকে গেছে, তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি।" নারায়ণ বলল, "শরীরের পরিবর্ত্তন হতে পারে, মনের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি।"

এর পর আর একবার খুলনা ফিরে এসে তার কাছে গেলাম। সে বলল, "ভাল নেই", কপালের ফোলা একটা রগ দেখিয়ে বলল, "এটা কি?" সামান্য সময়ের জন্য কথা বার্ত্তা হ'ল সেবার। গত বৎসর আবার গেলাম, খুলনাতে। এবার নারায়ণকে পেলাম না। আমার স্কুলের এক পুরোন বন্ধু প্রফুল্ল কুমার মন্ডলের বাড়ী গেলাম। সে বিখ্যাত এ্যাডভোকেট, এগ্রামেই বাড়ী। আমাকে বলল, নারায়ণ এখন খুবই অসুস্থ্য। হয়ত বাঁচবে না।

আবার গেলাম নারায়ণদের গ্রামে। দূর থেকে শব্দ শুনলাম, কেউ কাতরাচ্ছে। গোলপাতার ঘরের বারান্দায় শোয়া দুটো অসুস্থ্য মানুষ, নারায়ণ আর তার স্ত্রী। নারায়ণের ষ্ট্রোক হয়ে একদিক অবশ, ভীষণ জ্বর, সেই সাথে এ্যাসমা ও নিমুনিয়া। আমি ডাকলাম, "নারায়ণ, আমি এসেছি তোমাকে দেখতে।" সে অতি কষ্টে মাথা তুলল, আমাকে দেখল, মুচকি হাসার চেষ্টা কোরল, আবার শুয়ে পড়ল। সে শুধু, হাঁ ও না বলতে পারে। জিজ্ঞাসা কোরলাম, "ঔষধ লিখে দিলে আনাতে পারবে?" বলল, "না"। যে মহিলা সেবা কোরছিলেন, তিনি বললেন, "ডাক্তার বাবুর কোন টাকা পয়সা নেই, তার চিকিৎসা করানরও সাধ্য নেই।"

মনে মনে বললাম, হায়, আমাদের দেশের এত কচুরি পানার মধ্যে যদি কোন পদ্মফুল ফোটে, তাহলেও তার মূল্য কেউ দেয় না। নারায়ণের ৪ ছেলেমেয়ে যারা বড় হয়ে দিকবিদিক চলে গেছে, তারা এখন কেউই কাছে নেই। নারায়ণকে স্পর্শ কোরলাম, বললাম, "নারাণ, আমি ওষুধ কিনে পাঠাচ্ছি, খাবে তো?" "হ্যাঁ", বলল নারায়ণ।

বটেখালী বাজার থেকে ঔষধ কিনে পাঠিয়ে দিলাম। খুলনায় দিদিকে বললাম, "দিন দশেক পরে দেখে এসো"।

দিদি আমাকে চিঠি লিখলেন সুদূর ক্যানাডায়। নারায়ণ এখন আর বেঁচে নেই। মনে পড়ে গেলো, আমার বাল্যবন্ধু নারায়ণকে, তার হাসি, ঠাট্টা ও কৌতুককে। কানে কানে ফিস ফিস করে যে বলত, "মুজীব, আমি কিন্তু হারায়নি", সে আজ সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেল। জানিয়ে দিয়ে গেল আমরা সবাই কালচক্রে একদিন এভাবে হারিয়ে যাব।



একই দেশ

ভ্রমর মুখার্জী

গত বছর ভারতবর্ষে বেড়াতে যাবার পথে একরকম আশ্চর্য্যভাবেই পরিচয় হলো পিয়াসা ইসলামের সাথে। ব্যঙ্কক এয়ারপোর্টে বসে আছি, একা একা চুপচাপ, বোর্ডিং পাস হাতে নিয়ে। পনেরো কুড়ি মিনিট বাদেই প্লেনে ওঠবার গেটটা খুলে দেবে। হঠাৎ করে একটু হাসির আওয়াজে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, একটি ভদ্রমহিলা তাঁতের শাড়ী পরে বসে আছেন, দুইপাশে দুইজন ইউরোপীয়ান ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে হাসি গল্প নিয়ে খুবই মত্ত হয়ে উঠেছেন। তিনজনের পায়ের কাছেই তিনটি ডিউটি ফ্রি লিকার স্টোরের প্যাকেট। দেখে ভাবলাম, হয়তো বা আমারই মতো কোন প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়ে কলকাতায় যাচ্ছে। আবার একটু চোখ ফিরিয়ে তাকালাম, মনে হলো চোখাচোখি হওয়াতে একটু হাসলো।

যাক কিছুক্ষনের মধ্যেই ঘোষনাবার্তায় অনুরোধ করা হলো, যাত্রীদের প্লেনে ওঠবার জন্য। প্লেনে বসে ভাবছি, কোনরকমে আর ঘন্টা দুই পার হলেই কলকাতায় পৌছাবো। ক্যানাডা-র উইনিপেগ শহর থেকে ভারতবর্ষের কলকাতা - এতটা দুরত্বের ব্যবধান, একা ট্রাভেল করতে হলে খুবই বোরিং এবং টায়ার্ড মনে হয়। নানারকম ভাবছি, হঠাৎ দেখি সেই টাঙ্গাইল শাড়ী পরা মহিলাটি ঠিক আমার ওপাশের রোয়ের একটি সীটে বসেছেন। ভাবছি, একটু আলাপ করলে মন্দ হয়না। ঠিক সেই সময়েই মুখ ফিরিয়ে ভদ্রমহিলা ইংলিশে জিজ্ঞাসা করলো, আর ইউ বেঙ্গলী? আমি পরিষ্কার বাংলায় আমার নাম বলেই ওনার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন পিয়াসা ইসলাম। দুই সপ্তাহ কলকাতায় থেকে ঢাকায় ফিরে যাবেন, উনি ঢাকারই বাসিন্দা। ক্রমশ: আপনি থেকে তুমিতে পৌঁছে গেলাম দুজনেই।

একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করে দুইজনে পাশাপাশি বসলাম। পিয়াসা ব্যঙ্কক এ একটা কনফারেন্সে দুই সপ্তাহের জন্য এসেছিলো, এখন কলকাতা হয়ে, ঢাকায় ফিরে যাবে। স্বামী, স্ত্রী দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, দুইটি ছেলেমেয়ে ওদের। প্রতি বছরই কলকাতায় বেড়াতে যায় সপরিবারে। আমাকে বললো, তুমি পুজোতে থাকবেনা কলকাতায়? কলকাতার পুজোর যে তুলনা নেই। একবার শীতকালে গানের সব জলসা ও শাড়ী ও বইমেলার উৎসবে এসো, দেখবে ভীষন ভালো লাগবে। আরো বললো, তোমার মতো আমারো যে জন্মভুমি কলকাতা। আমি অবাক হয়ে তাকাতেই বললো, হাওড়ার রামরাজাতলায় আমার জন্ম। সেইজন্য আমার ছেলের নাম রাজা। তারপরেই ওর মুখে একটা করুন কাহিনী শুনলাম।

১৯৪৭ সালের কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় সবাই প্রানভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আয়েসা তার বুড়ো, অসুস্হ মার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে আর যেন পারছেনা। পিছনে তাড়া করে দস্যুরা ছুটে আসছে। একটা অন্ধকার বাড়ীর গেট খোলা দেখেই মা-কে নিয়ে ছুটে গেলো ভিতরে। দেখলো সব ঘর ফাঁকা, কোথাও যেন কেউ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মা ও মেয়ে মুখ টিপে মাটিতে বসে আছে। ক্রমশ: দস্যুদের চিৎকার যেন এগিয়ে আসছে, ওরা বাড়ীবাড়ী আগুন জ্বালিয়ে উন্মাদ হয়ে ছুটে আসছে। হঠাৎ যেন মনে হলো, হৈহল্লা এবং চিৎকার গুলো যেন অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। আয়েসা মাকে ডাকলো, কোন সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিতেই প্রানহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো ভুমিতে। অনাহারে প্রানভয়ে ছুটতে ছুটতে চিররুগ্ন মা শেষ হয়ে গেলো, অন্ধকারের নির্জন পোড়ো বাড়ীতে। আয়েসা কিছুক্ষনের জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেও, পরমুহুতেই নিজেকে শক্ত করে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানালো। হে আল্লা ! তুমি আমাকেও একই সঙ্গে নিয়ে নাও। আমার যে দুনিয়ায় আর কেউ নেই। দিনের আলো হলেই তো দস্যুরা আমায় মেরে ফেলবে। আমি কোথায় যাবো। কত অলিগলি পেরিয়ে কোথায় যে এসেছি কিছুই জানিনা। সঙ্গী সাথীরাও হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ যেন মনে হলো, অন্ধকারের নিস্তব্ধতা পায়ের শব্দ। তারপরেই একটা মোমবাতি জ্বললো। ভয়ে আয়েসা কাঁপছে। অল্প আলোতে দেখলো, একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। যুবকটি বললো, কোন ভয় নেই। আমিও সাতদিন ধরে, এই অন্ধকারে নির্জন পোড়োবাড়ীতে প্রানভয়ে লুকিয়ে আছি। আয়েসা যেন বিশ্বাস করতে পারছেনা। যুবকটি আরো জানালো, সেও এই পাড়ারই কাছাকাছি কোথাও থাকতো। তার বাবা, মাকে দস্যুরা মেরে ফেলেছে। দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেটা সে সময়ে বাড়ীতে ছিলোনা, তাই হয়তো প্রানে বেঁচে গেছে। এখন এই পোড়োবাড়ীতে আশ্রিত। তবে জানেনা, এভাবে আর কতদিন অনাহারে বেঁচে থাকতে পারবে।

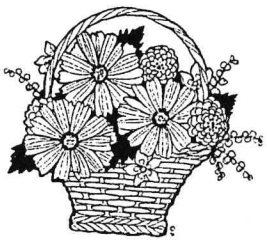
দিনের বেলায় আরো বিপজ্জনক, কেউ না দেখে ফেলে।

এইভাবে আরো একমাস এরা দুজনে অনাহারে, অনিদ্রায় প্রানভয়ে লুকিয়ে থেকে একদিন স্বাধীনতার মুক্তিবার্তা শুনতে পেলো। তারপরে, আর বিশেষ কিছু নয়। আয়েসা ও রমেন বোসের বিয়ে হলো। হাওড়ার রামরাজাতলায় সংসার পাতলো। রমেন হলো স্কুলটীচার আর আয়েসা নার্স। পাঁচ বছর বাদে জন্ম পিয়াসার। বড় হয়ে কলকাতায় "লেডী ব্রেবোর্ন" কলেজে পড়াশুনা করে, ঢাকায় "মাস্টার্স" ও "ডক্টরেট" ডিগ্রী করবার সময় পরিচয় হয় শহীদ ইসলামের সাথে। পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বর্তমানে ঢাকাতেই বসবাস করছে। এত অল্প পরিচয়ের মাঝেও আমাকে পরিবারসহ ঢাকাতে ওর কাছে যাবার জন্য বার বার আমন্ত্রন জানালো।

হঠাৎ করে ঘোষনা করলো কলকাতা, মানে দমদম এয়ারপোর্টে প্লেন দশ মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করবে। সবকিছু গুছিয়ে নিতে নিতে পিয়াসা আমাকে বললো, তোমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমিতে তোমাকেও কিন্তু ভাই আসতেই হবে। জানিনা এত অল্প পরিচয়ের সূত্রেও কেন যে চোখে জল এসে গেলো। বিদায় নেবার সময় জড়িয়ে ধরে বললো, কোনদিন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে আমাদের।

NINA'S FLOWERS AND GIFTS

- BIRTHDAY, WEDDING AND ANNIVERSARY CAKES.
- WEDDING FLOWERS, AND BRIDE'S MAIDS FLOWERS.
- REGULAR OR HELIUM BALLOONS FOR ALL BIRTHDAYS, WEDDING PARTY AND HALL DECORATIONS.
- CUSTOM MADE ARRANGEMENT - SILK AND FRESH FLOWERS FRUIT BASKETS.
- BASKETS FOR FLOWER GIRLS AND CORSAGES AND BOUTONNIERES.
- CUSTOM MADE HAIR CLIPS - CAR TOPPER RENTAL FOR WEDDINGS AND BEDI DECORATIONS AND FRESH HAARS (GARLANDS)
- FREE CITYWIDE DELIVERY INCLUDING HOSPITALS.



DOLLY MATHARU

49 RINGEL AVENUE
WINNIPEG, MANITOBA R2R 1P9
Ph: (204) 696-6165 OR (204) 696-7833

লাল মাছের জীবন

সমীর ভট্‌টাচার্য্য

কাঁচের চৌবাচ্চায় নানা রঙীন মাছের খেলা,
সুন্দর দেখায় ।
চৌবাচ্চার মাটিতে নানা রঙের ছোটবড়
পাথরের টুকরো - রঙকরা ।
কতকগুলো পালস্‌টিকের গাছ -
পেছনে একটা মহাসমুদ্রের ছবি ।
সেই মহাসমুদ্র এই মাছেদের চেনা নয় ।
একটা ফ্লোরেসেন্টের আলো জ্বলছে ।
বুদবুদ করে উঠছে বাইরেকার পাম্প করা হাওয়া ।
মাছগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে -
কেউ খুব তাড়াতাড়ি - কেউ খুব আস্তে ।
ওরা খাচ্ছে আর খেলা করছে ?
মাছেরা কি কথা বলে ?
ওরা কি বোঝে চৌবাচ্চা কত বড় ?



গোলমেলে

চিত্ত ঘোষ

ভালো মন্দ শুনেছি আরও শুনেছি মন্দ ভালো
মন্দের ভালো শুনেছি বলতে শুনিনি ভালোর মন্দ।
ভাষা বড় গোলমেলে সন্ধি বিচ্ছেদ খুব সোজা
বলে যদি না দিই কিছুতেই তা যাবেনা বোঝা।
বনেযাত্রী কথাটার বিশ্লেষণ করতে পার
চাও যদি দিতে পারি নতুন কথা আরো।
বরযাত্রী - কনেযাত্রী মিলে হল বনেযাত্রী
কথাটা মাথায় এসেছিল দেখতে গিয়ে পাত্রী।

প্রথম দেখা

বিভূতি মন্ডল

তোমায় আমায় প্রথম দেখা যে দিন হোয়েছিল -
হৃদয় নদী উপচে আমার বন্যা বোয়েছিল ।
দাঁড়িয়ে ছিলে বাসের তরে চৌমাথারই ধারে,
সে এক শীতের সকাল বেলার আলোক অন্ধকারে ।
লতার মত তনু তোমার জড়িয়ে সুনীল শাড়ী,
শাড়ীর উপর সোয়েটারে মানিয়েছিল ভারী ।
হাতে ছিল বইএর বোঝা খোপায় ছিল ফুল
কানের কোনে ছোট দুটি 'বেলের কুড়ি' দুল ।
আপন মনেই দাড়িয়েছিলে জানই নি তাই তুমি
নয়ন আমার কত না বার তোমায় গেল চুমি ।
সব কবিতার ছন্দ তুমি হোল আমার মনে
তুমি যেন দখিন সমীর ফাগুন ফুল বনে ।
জোৎস্না ধোওয়া রাতে তুমি ফুলের সুবাস হেন
সদ্য ফোটা কমলকুড়ি ভোরের ঝিলে যেন ।
চোলে যেতে যেতে শুধু একটি বারের তরে -
তোমার আঁখি রেখেছিলে আমার আঁখির পরে,
একটি বারের তরে দেখে বাঁকা আঁখির চাওয়া
মনে হোল তুমিই আমার সব চাওয়া সব পাওয়া ।



ভেদের প্রাচীর

বিভূতি মন্ডল

তুমি বিনা নাহি কিছু সকলি তোমার
প্রকাশ । তুমিই ওগো এই ত্রিভুবন,
এ আকাশ এ বাতাস আলোক আঁধার
এ মরু সাগর গিরি বন উপবন ।
ব্রহ্মান্ড ব্যাপিয়া শত শত কোটি প্রানে,
তোমারই পরাণ খানি জানি দুলে যায়,
তোমারই আনন্দ ঝরে নৃত্যে গানে গানে
তোমারই বেদনা ঝরে আঁখির ধারায় ।
তুমি বিনা নাহি কিছু কিছু আর নাই,
তুমিই হোয়েছ আমি তুমিই সে জন
যদি তারে করি হেলা এ মুখ ফেরাই
তোমারেই অবহেলা কোরেছি তখন ।
জানি আমি গড়ি তবু ভেদের প্রাচীর
তোমার নয়নে বয় বেদনার নীর ।

তীর্থযাত্রী

চন্দ্রা সামন্ত

ঝড় উঠেছে ! ভীষণ ঝড় ! ধূসর কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে বিস্তারিত মরুভূমি, - দিক-দিগন্ত হয়ে গেছে ধূলায় ধূসর। একটু আগেও মাথার উপর প্রখর সোনালী সূর্য্যের রশ্মি তপ্ত গেরুয়া বালুরাশির উপর ঝিকিমিকি চমক লেগে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে যাচ্ছিল, চারিদিকে সেই স্তব্ধতা, শান্ত, অনন্ত আকাশের নীচে সোনালী মরুভূমি তার একাকী বিশালতায় দাড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন উঠেছে ঝড়, - পৃথিবী যেন রাগে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে, - ঘূর্নিবাতাসে লেগেছে কোন প্রলয়ঙ্করীর উদ্দাম নেশা, ভয়ে শিহরন জাগে ... হঠাৎ শোনা যায় আতঙ্কের ক্রন্দনধ্বনি; তান্ডবনৃত্যরত মরুভূমির মাঝে সহসা শোনা যায় অসহায় মানুষের আকুল আর্তনাদ !

মরুর পথে চলেছিল, ওরা, একদল যাত্রী, শান্ত উটের মাথায় বোঝা চাপিয়ে - সরল গ্রামের যাত্রীদল চলেছিল মরুপথ পার হয়ে, আরব্যসাগর উপকূলের দুর্গম পর্বতশিখর মাঝে, সিদ্ধ কমলেশ্বরীর পুর্ন্যমন্দিরে। আচম্বিত প্রলয়ঝড়ে সেই শান্তযাত্রীদলে ওঠে অসহায় ক্রন্দন, চঞ্চল দিশাহারা হয়ে ওরা কোলাহল করে। উটের দল - অনেক কষ্ট করতে যারা অভস্ত্য, প্রখর নি:শ্বাসে যারা বুঝতে পারে বিপদের আশঙ্কা, কিন্তু হঠাৎ এভাবে ঝাপিয়ে আসা নির্মম তান্ডবঝড়ের কথা তারা বুঝতে পারেনি; তাই চঞ্চলপায়ে চলতে গিয়ে হুমড়ি খায় তপ্তবালুকা মরুরই মাঝে। নিরুপায় যাত্রীদল দিশাহারা হৃদয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান খোঁজে .... কিন্তু ধূ-ধূ মরুর বুকে চলেছে ঘূর্নিঝড়ের তান্ডবনৃত্য - কোথা নেই স্থান? কোথা নেই আশ্রয়? নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বয় শুষ্ক তপ্ত বালুকনা - নি:শ্বাস বুঝি বন্ধ হয়-হয়! উটের দলের মতোই নি:সহায় যাত্রী দল মাথা গোঁজে, গর্জিত কম্পিত নগ্ন বালুকারাশির উপর। - তুচ্ছ হয় মানব, তুচ্ছ হয় তীর্থযাত্রা, তুচ্ছ হয় অবোধ-অবলা উটের দল ..... নিস্তব্ধ, নিস্প্রাণ ..... শুধু প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী নৃত্যে আনন্দিত ঝড়ের উন্মাদনেশা ছড়িয়ে পড়ে দিক-দিগন্তরে ..... ।

সময় বয়ে যায় পলে, পলে, - মুহূর্তে, মুহূর্তে। থেমে গেছে ঝড় থেমে গেছে প্রকৃতির গর্জন, উন্মত্ত প্রলয়-ঝঙ্কার। চারিদিক এখন শান্ত নিস্তব্ধ। পূবের সূর্য্য কখন অজানিতে মধ্যগগন পার হয়ে এসেছে পশ্চিমদ্বারে, ক্ষীণ হয়ে গেছে তার তপ্তদীপ্ত রৌদ্রচ্ছটা, ম্লানমুখে সে শুধু বিদায়ের অপেক্ষায় রত। কিন্তু কোথায় সেই মরুপথের যাত্রী দল ? ওরা বুঝি স্তব্ধ নিস্প্রান ? - না, প্রানের স্পন্দন ধিকি্‌ধিকি্‌ চলে, অর্ধমুর্চ্ছিত, নিরাশ্রয় যাত্রীগন একটু একটু করে প্রানের সাড়া পায়, চোখ মেলে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে এ ওকে ডাকে, ধীরে ধীরে উঠে বসে। কিন্তু ভয়ের নেশাটা কাটে না, প্রকৃতির খেয়ালী ঝড়ের সংহার নেশা ওদের সরলমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে, নিরুৎসাহে নিরুপায় ভাবনায় ওরা আচ্ছন্ন। তীর্থযাত্রার পুন্য অর্জনের অদম্য আকুলতা, এতদূর পথ নিরুদ্বেগে পার হয়ে এসেছে, - মাত্র ক্রোশ খানেক পথ বাকি, দন্ড দুই সময়ের ব্যবধান - ওরা ভয় পায়; আবার যাত্রাও বন্ধ করতে চায় না। সরল মানুষ চিন্তা করে - কি করা যায়? সবাই আলোচনা করে।

কেউ বলে, "তাই হোক ! আজকের মতো যাত্রা বন্ধ থাক্‌। নতুন দিন আসুক। সবাই আজ বিশ্রাম নিয়ে, আগামী কাল শুভযাত্রা করবো পুণ্যতীর্থে।" - কেউ হতাশ ও হয়, - বিষাদম্লান: তবু সকলে সেদিনের মত বিশ্রাম বিরতির আয়োজন করে। পশ্চিমের আকাশে অস্তাচলে নামা সূর্য্যের শেষ রশ্মিখানি মুছে যায়, ওরা তখন 'জলপান' শেষ করে, রাতের আস্তানা ত্রিপল তাঁবুর ঘর তৈরী করে। .... আকাশে ঘন অন্ধকার ঘনায় - আবার তারি মাঝে দু/একটি তারা মিটিমিটি চকমকি জ্বালে, সেই অনন্ত দিগন্ত মাঝে। যাত্রীদলের আস্তানায়ও টিমটিমিয়ে লন্ঠনবাতি জ্বলে - সময়ের স্রোত এগিয়ে চলে, রাত্রি ঘনায় কালো মরুর শান্ত-শীতল বুকে।

তাবুর ছাউনিতে ওরা ঘুমে আচ্ছন্ন, কতক্ষন যেন কেটে গেছে; - হঠাৎ সেই নিঝুম মরুর শান্ত স্তব্ধতা খান্‌ খান্‌ হয়ে ভাঙ্গে, দূর - সু-দূর হতে ক্রমশ: ভেসে আসা একটানা খট্‌-খট্‌ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। যাত্রীদল কিসের অজানা আশঙ্কায় কান পেতে শোনে, কেউ বা বেশীই উৎসুক দরজা খুলে বার হয়, দেখে, বহু দূরে ক্ষীণ আলোর রেখা - নড়ে নড়ে চলে, ঝিকিমিকি, ঝিকিমিকি আর তারি সাথে একটানা শব্দ ... খট্‌ খট্‌, ... খট্‌খট্‌। মরন আতঙ্কে কেউ বা ভাবে - এ বুঝি কোন অশরীরির জাদু? কিংবা মরুচীকার খেলা? শব্দধ্বনি ক্রমশ এগিয়ে আসে, - ক্ষীণতর হতে ক্ষীণ হয়ে আসা ছবিখানি এবার স্পষ্ট হয়, - না:, কোন অশরীরি বা মরীচিকার খেলা নয়।

সকলকে অবাক করে দিয়ে এগিয়ে আসে শ্বেতশুভ্র চলায়মান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত এক রাজপুত তরুণ সৈনিক। সতেজ সবল অশ্বপার্শে বাধা গলায়মান লন্ঠনবাতি দোলে, অশ্বারোহি পথিক থামে না, শুধু তার গতি হয় ধীর। প্রবীন তীর্থযাত্রীরা এগিয়ে, - বলে, "কে তুমি? এই নিশুত রাতে একাকী চলেছ কোথায়? - এসো - বসো, আমাদের ক্ষুদ্র গরীবি আস্তানায়। ক্লান্ত তুমি, অতিথ্ হয়ে বিশ্রাম করো, জলযোগ করো ...."। পথিক, শুধায়, - "না, ঐ দূরে দেখা যায় জাগ্রত পুন্যমাতা কমলেশ্বরীর মন্দির। সূর্যোদয়ের আগেই, প্রভাতের প্রথম সন্ধিলগ্নে আমায় যে মায়ের পূজা সমাপ্ত করতে হবে, - এখনি যেতে হবে, থামলে যে আর চলবে না"। অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য মানুষ, তীর্থযাত্রী তারাও, সমস্বরে আনন্দ করে - "ওগো পথিক, আমরাও যে চলেছি শুভ 'মাতৃ দর্শনে'। আচমকা ঝড়ে আটকা না পড়লে, আগেই পৌঁছিতাম পুন্য লগ্নের পূজায়, চলো সবাই মিলে কালই যাই .... ?" সরলকন্ঠে ওরা বারবার অনুরোধ জানায়, - "ওগো তরুণ তীর্থযাত্রী, কিছুক্ষনেই প্রভাত হবে, বিশ্রাম নিয়ে তখন যেও।" তরুণ পথিক তবুও মাথা নাড়ে, সতেজ দৃঢ় অথচ মিষ্টি হেসে সে বলে, "- না, - তোমরা আর পিছু ডেকো না - পথিক আমি, নিশীথরাতে দুর্গম যাত্রাই আমার কাজ - পবিত্র মন্দিরে পুন্যলগ্নে মাতৃপূজা যে বাকি আছে, - বিদায়-বিদায়।" .... সকলকে বিস্মিত করে চলায়মান অশ্বারোহি তার চলার গতি দ্রুত করে, বিদ্যুতবেগে অশ্ব ছুটতে থাকে, খুরে খুরে বালুকনা ওড়ে, লন্ঠনবাতিটি টিমিটিমি দোলে, মরুর বুকে চঞ্চলধ্বনি জাগে খট্‌খট্, খট্‌খট্। বিস্ময়ে নির্বাক যাত্রীদলকে পিছনে ফেলে, এক অজানা মরুতীর্থযাত্রী একাকী এগিয়ে চলে; ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে দীপের আলো, ক্ষীণতর বিন্দুশেষে তাও মিলিয়ে যায়, থাকে কেবলি কালোছায়াখানি, - শুধু মরুর বিশাল নি:স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দেয় চলায়মান অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি, -খট্‌খট্, - খট্‌খট্। তারোপরে আর কিছু শোনা যায় না, - গ্রামবাসীরা নির্বাক বিস্ময়ে তবু জেগে থাকে, - ওদের চারিদিকে - বিস্তারিত, বিশাল এক মরুভূমি অনাবিল, অনন্ত, নির্জন, নিশব্দ ... ।

কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে, - কখন যেন -, ওরা অবাক হয়, - পূবের আকাশে আর ঘনকালো অন্ধকার যেন নেই, -আবছা হয়ে গেছে অজানিতে। চারদিক জুড়ে লেগেছে উষার সলাজ প্রথম আলোর গোলাপী আভার রেশ। মৃদুমন্থর বাতাস শান্তির পরশ মাখায় চারিপাশে। যাত্রীদলের কেউ কেউ পূবের উষাকে প্রণাম জানায়, তারপর পশ্চিমে মুখ ফেরায়, - দূরে, - দিগন্ত সীমারেখায় ঐ দেখা যায় নীলপর্বতের শিখর; তারি কোল ঘেসে বুঝি ভেসে চলেছে আরব্যসিন্ধু! .... হঠাৎ সেই চারিদিকের বিস্তীর্ণ নীল আকাশে, গোলাপী আলোয়মাখা প্রভাতের প্রথম সন্ধিলগ্নে ওদের কানে ভেসে আসে এক ক্ষীণধ্বনি ... শঙ্খধ্বনি!

গ্রামবাসীরা সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়; আবার তাকায় পূবের আকাশের কোল ঘেঁসে ওঠা আধো-জাগরিত নব রবিকরের পানে। অবাক আনন্দে সমবেত কর্ণে ওরা শোনে, ... সেই অনাবিল মরুর মাঝে ওরা শোনে, - পুন্যলগ্নের প্রথম পূজার প্রথম শঙ্খের ধ্বনি ! সিন্ধু উপকূলে গাঁথা মরুপর্বত শিখর বাসিনী মাতা `কমলেশ্বরী'র সন্ধিপূজা শেষ। পবিত্র পুস্পাঞ্জলির সেই পুন্য-বারতা শঙ্খের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দিকে-দিগন্তরে, - তীর্থযাত্রা শেষে প্রথম পূজারীর নিবেদিত প্রথম শঙ্খনিনাদ !!



HINDUISM - An Introduction

Bibhuti Bhushan Mandal

Hinduism has no founder. It did not get birth on some particular day. It did not get its shape from teachings or findings of any particular man or woman. It does not confine to teachings of some particular book. Hinduism is not based or founded on belief only. Hinduism is a combination of teachings, arguments of many wise man and woman, great sages and philosophers and ordinary people too far from time immemorial for betterment of life, peace to the world and welfare of the whole being.

As there was no starting so there is no ending. Hinduism is still growing, still flourishing and still going ahead with its endeavor to get more light, to find out more truth for betterment of human life and whole being. As it is a continuous process it never turned obsolete and never gets stagnant. So Hinduism is a way of life. Freedom of thinking is the main weapon which keeps this way of life evergreen and ever fresh. Hinduism is ever ready to get rid of old ideas and to accept new and better ones. This freedom is the lifeline of Hinduism and keeps this oldest religion of the world ever new.

Hinduism has oceans of the sacred books and scriptures. Among those are the Vedas, the Upanishads, the Brahmans, the Gita and the Puranas are creation of unparalled spiritual wisdom. The epics of Ramayana and Mahabharata is still unsurpassable in excellence with its great morale and religions teachings. Six schools of ancient Hindu philosophy are examples of great, deep intellectuality. It also proves how deep rooted is this freedom of thinking in Hinduism for more than many thousands of years. All sacred books of Hinduism including the Vedas and the Upanishads give whole hearted support to freedom of thinking. They recommended charabeti or to go ahead and not to be stagnant with old ideas. The Upanishad advised to defy God if he tells something unjustified.

According to Mahatma Gandhi, "Reluctantlessly searching for truth is the Hinduism". It is an endless process. With time, with changes of the material world the Hinduism is getting changed. It is never contradictory to science or to any new scientific evolution. Now let us see what are there in Hinduism. Hinduism tells God is one and only one who expressed himself as his creations. He has no competitor. He can take any form or body as he is omnipotent. Hinduism has created some God and Goddess such as Brahama, Vishnu, Shiva, Durga Kali, Lakshmi Sarshwati who are only symbolic to different quality of one omnipotent God. People can choose their way of worship by themselves or by the help of religious master. according to Hinduism all *atma* or all souls are part of *paramatma* or God. All souls go through a cycle of birth and death before meeting with God or to get liberation. Present life is always influenced by the works of previous life. To obtain perfection or to meet with God, Hinduism prescribe different ways such as Raj Yoga, Karma Yoga, Bakti Yoga and Jnana Yoga. People are free to choose their own way or to follow the way selected by the religious master. Hinduism teaches to respect and love the whole being as according to it the whole universe is God himself. Hinduism

tells God is not only the supreme master he is the supreme lover too. Not fear, love is the real binding between Atma an the Paramatma. Hinduism teaches to be non-violent, not to be greedy, not to be prey of anger and lust. According to Hinduism marriage is not a contract, it is an exchange of heart between a man and a woman and a sweet binding of love, sincerity, respect and it is to last forever.

Charity, forgiveness, truthfulness, non-stealing, control of sexual lust, not to do any kind of bad works are highly recommended by Hindu scriptures. Mediation and Yogic exercise have unparalleled physical, mental and spiritual value at the same time. hinduism belief in peaceful coexistence. Hinduism whole heartedly believes every religion of the world is true and they are like different ways to reach the same goal. Hinduism preaches japa, kirtana, singing of devotional songs, daily bath and prayer to God for peace of mind, worldly and spiritual benefits. Hinduism respects cows, due to its great role to preserve human being from time immemorial by supplying the only substitute of mother's milk to human babies.

Last of all I should mention about castesism which came to Hindu society three thousands years ago and still ailing Hindu society in various ways. It should go and be abolished as it is obsolete to the modern world. It is contradictory to great Hindu philosophy. It is true that day by day it is getting weaker. I am sure by its power of free thinking, endeavor to go ahead for betterment, Hinduism will be completely free from this bondage.

অভিনন্দন !

Greetings from
Kamal, Baljit
and Sharmila
Malakar



The Chaos of Speed

Anju Sen

The chaos of speed and sound combined with intense activity have produced a merry-go-round of confusion and bewilderment among nations.

"Peace" where is the peace for our nations, homes and our hearts? As our world becomes more and more panic stricken, the cry of peace is unheard of. The desperate attempts to increase the world's peace have only made life complex and complicated. Though we may have things in life easier than our parents did, we still seem to need guidance and assistance.

Peace is one of the mind's greatest treasures. When we chose to leave a life of frustration and anxiety, we begin a new life, a life with calmness and serenity. The search for peace goes on and on. Some seek peace for fame and fortune, others seek peace to escape the persecution of drugs and alcohol but the peace they seek eludes them. All their seeking only takes them to a vicious state of frustration and futility.

Peace within brings contentment and cheerfulness and a source of strength to ourselves and others. Can this treasure actually be found in a world of so much conflict and despair of so much turmoil and trouble?

There can be no peace until life, mind and the body are coordinated by the one who made us and understands us. Faith and trust are the solutions for fear and anxiety. How reassuring it is to trust in God, who never changes, whose love never fades away.

Resentment is the poison that robs our peace of mind. It leads to discouragement and confusion. It is hard to forgive those who have committed injustice to out society, but we must, if we are to be forgiven.



Magic Box

Chandra Samanta

A thousand wrinkled
hollow-eyed face,
quavering voice
with trampled age,
has once said,
"Never stop,
but keep on going,
--- looking for a magic mirrored box."

Time will pass
moment to moments,
years to years,
ages to ages,
sorrows to joy
(or) happiness to desperation
cycling in a ticking clock.
Yet,
        nothing to be lost.
Treasured in an empty box,
layer upon layers,
moment upon moments;
feelings --- joy and sorrow,
        today and tomorrow,
seasons also,
Spring and summer
and coldest winter --- too!
        --- somewhere
in a far-away place
in a magic mirrored box.
So, never stop
and keep on looking,
--- looking for the magic box.
Somewhere,
in the hidden space,
ye'll find the star
        twinkling always,
        the miracle of life, -
        the truth,--- the reality,
        Through the magic mirror
                of an empty box:
                (which) Now it is full.

[In loving memory of my grandma 'Sarojini' (1901-1990), who tried to teach us the traditional values of life by retelling numerous folk-tales of 'Bangoma-Bangomi' and other fables of Bengal; among them, my favorite was the story of a 'magic box' preserving the life-cycle of each one of us. _____ Poet]



WHAT PURPOSE?

Samir Bhattacharya

Whatever you may say,
I did not have a choice.
It happens and keep happening
In its own way, no matter
How I wanted it to be.
That particular moment,
I had to be there.
You too, possibly for a different reason.
Everything has a reason, a purpose.
Conscious mind cannot always
understand.
Why those uncanny coincidences,
Those perfect timings?
Somewhere beyond consciousness I
know,
We, you and I and everything,
Every moment are related to each other,
For a purpose.

My existence floating on a stream,
Sometimes submerging - out of my
control.
An excreta, a lotus and I side by side
Floating towards the same destiny -
That great ocean.
Like it or not you are
Floating with me too.
I want to move away
From the excreta, lotus and you;
But the force in stream
Keep moving things in its own way.



Indian Tradition

Shibdas Biswas

Indian Tradition refers to materials that give an understanding of the intellectual and spiritual traditions of the people of South Asia through their long and varied historical experience. It is essentially a presentation of materials, from within the various Indian traditions, that illustrate main aspects of intellectual history of the whole subcontinent of South Asia, not just the modern nation of India. Before, the dimension of India was much bigger and it included Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Burma, Nepal and Northwest frontiers. Generally, then, when 'India' is used, it refers to the whole of the subcontinent before 1947 and, in terms of religious traditions, includes not only Hinduism but also Islam, Buddhism, Jainism, Sikhism and the other varieties of religion found in the area. Intellectual or spiritual traditions include commentaries on social and historical developments that shared the political thought of that period. If you look critically you cannot discard the science that includes astrology and medicine in the Indian traditions, hence the author gives a special place of the sciences in his writing - Indian Traditions.

Much of our understanding is based on the most ancient surviving literary texts that may not necessarily be the product of the oldest levels of civilization in India. The first surge of Indian tradition arises from the social dominance of Brāhmans and their Brahmanical traditions. The social dominance allowed the Brahmans to establish ideas, beliefs and ritual practices throughout the centuries. The Class, 'Verna' was created to denominate the nature of work a person was assigned to do. This class became a 'norm' in the society throughout the centuries.

Intellectual and spiritual traditions may be deducted from archaeological evidence such as seals, figurines, statues and other artifacts. However, materials associated with culture uncovered at the site of Harappa, gave more proof with certainty of what was like in that period. Materials depicting fertility symbols - such as terracotta figurines of pregnant females, stone phallic symbols and the like, and the worship of divinity similar to the God Shiva stand the ascetic par excellence of historic 'Hinduism', who is often associated with a bull, representing a phallic symbol. The fertility symbols imply the existence of a 'Mother' or Earth Goddess and the diversity reminiscent of Shiva. This is reflected traditionally over centuries in Indian lives and even today. It is difficult to establish a definite continuity in the development of religious ideas dating from Indus civilization to modern times, however, it is possible to distinguish between non-Aryan and pre-Aryan - the concepts that characterize the religion what is known as 'Hinduism' in India today.

The major source of Brahmanical tradition is related to the migration of 'Aryans' through northwest frontiers. The Aryans came by their own accounts, into a land that was already settled, but they preserved their distinctive identity and culture, which profoundly affected the development of Indian traditions. The Aryan migrants brought with them the religious concepts - pantheon of naturalist or functional gods, a ritualist homage involving sacrificial use of fire, exhilarating

drink of 'soma' and the rudiments of social order. The religion, following the migration of Aryans was embodied in a collection of 'Hymns', ritual texts and philosophical treatises and are called the 'Vedas'- Rig Veda, Yajur Veda, Sāma Veda and Atharva Veda.

The earliest of the texts - the Rig Veda is the collection of hymns that constitutes the source of knowledge concerning Hinduism. The metrical hymns and the chants of the Vedas give rise to elaborate proses interpretations called Brāhmanas and Āranyakas ('forest books'). Toward the end of vedic period, the earlier emphasis on ritual was translated symbolically. Thus Vedic ideas of sacrifice and mythology were reinterpreted in terms of macrocosm . (Macrocosm refers to universe and microcosm refers to Atom or a life). Cosmological inquiries (i.e., how the universe, stars and planets were formed and how does the life come in) of some of the later hymns of the Rig Veda were extended, including the investigation of the human soul. The interpretations and the philosophical ideas gathered through transcendental meditations and speculations by various schools of thoughts were formulated in treatises collectively called 'Upanishads'. Thus, the whole of the Vedic literature consists of four Vedas or 'Samhitas'; several expository ritual texts attached to each Veda called Brāhmanas; texts giving secret and mystical explanations of the rituals called Āramyakas; the treatises, the upanishad describing the mystical interpretation of the Vedic ritual and its relation to man and the universe.

The description of various deities in Rig Veda, which is often a personification of natural forces (e.g., Agni - fire, wayu - wind/air) is far too complicated to understand, distinguishing the power of each deities, yet each deity may, in turn, be regarded as the supreme God. Take, for example, the case of Indra (often referred to as 'eka deva', 'One God'). The core myth of the Rig Veda recounts his deeds. The central myth is that the creation proceeded when Indra, the champion of the celestial gods, slew a serpent demon, 'Vritra', who held the waters that were requisite for life. When Indra killed the demon the waters were released. Indra then set the sun in the sky and cosmic order was established under the power of the god Varuna. Gods and men then had specific functions (Vrata) to perform in accordance with the cosmic order.

After death, those individuals who had fulfilled their duties and obligations under the cosmic order went to a heavenly abode presided over by 'Yama', the first mortal. Two mythical dogs guarded the righteous. On the path to this region, but the sinful were unprotected and fell prey to various demons. Oblations to Agni (fire god) became a ritual based on fire sacrifice. This ritual naturally necessitated a highly specialized priesthood, therefore a great significance was attached to the chanting of hymns and invocations. In course of time, those who had the power of the magical spell, were called Brāhmana. From this concept developed the Brāhman or priestly caste.

The essential feature of Vedic ritual, the 'prayer' itself was given a cosmological and cosmogonic implications and became a principal subject of later Indian philosophical inquiry along with investigation of individual self (atma).

I SAW A MONSTER

Sourabh Maiti

I saw a monster
Big and scary,
His teeth were sharp
His face was hairy.
His eyes were red
His nose was green,
His ears were purple
And he was not mean.
His legs were big
His arms were small
His fingers were tiny
He's 30 feet tall.

PARADISE TRAVEL AGENCY

546 SARGENT AVENUE
WINNIPEG MB R3B 3M4

FLY TO INDIA AS LOW FROM $ 1199 PT

WE OFFER LOW LOW FARE TO INDIA-AFRICA-
MIDDLE EASTT-SRI LANKA-BANGLADESH-ORIENT-ASIA

WE ARE
APPOINTED AGENTS FOR ** AIR CANADA-CATHAY PACIFIC-
AIR INDIA-CANADIAN AIR-GULF AIR-THAI AIR-AMERICAN AIR

FOR YOUR TRAVEL NEEDS
VISA-PASSPORT AND PASSPORT RENEWAL SERVICE

WE ARE AGENTS FOR
BLUE CROSS TRAVEL INSURANCE HEALTH INS
HOTEL BOOKING-CAR RENTAL-VIA RAIL-EWRAIL AND BRIT RAIL PASS

REMEMBER FOR ALL YOUR HOLIDAYS-
TRAVEL NEEDS BOOK WITH US

NEW SERVICE TO INDIA BY CANADIAN AIR STARTING SOON

OVER 20 YEARS ESTABLISHED IN TRAVEL BUSINESS
PHONE **HARNAK DHUNNA** 775-1566 OR 783-3137

Maybe I'm Old Fashioned!

Anju Sen

On September 16, 1995, I was driving and listening to the radio and it was the first time I came to learn that September 16th is the single's day. For a moment, my mind jogged down through all special days, like Father's day, Mother's day, Valentine's day, and then "single's day!"?

At the same time there was an open-line discussion on the radio, especially for single people, to express their views and opinions of being single. I was anxious to hear their opinions and which were as follows:

"I do whatever I want to do", "I don't have to pay child support", "I don't have to take care of kids", "I enjoy my freedom", "I can meet people and go out at any time", "stay out late without anybody on my back". In other word, I felt most of them enjoy freedom.

I sighed a deep sigh -- if I had an opportunity to express my opinion on freedom -- I would say "we gain freedom when we have paid the full price for our right to live".



NEW DELHI
Jewellers

724 SARGENT AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3E 0B2
TEL./FAX. (204) 772-4055

LARGEST SELECTION IN WINNIPEG 22K GOLD JEWELRY
LARGEST DESIGNS JUST ARRIVED, NOT AVAILABLE ANYWHERE
Rani Haars * New Patta Chains * Earings * Chains * Pendants * Wedding Sets

Certified Jewellers
INCREDIBLE PRICES!

* SPECIALISTS IN CUSTOM-MADE JEWELRY
* EXPERT REPAIRS - WHILE YOU WAIT!
* 24K BANGLES & KARAS - WHILE YOU WAIT!
* APPRAISALS WITH PHOTOGRAPHS AS REQUIRED BY CANADIAN CUSTOMS

WRITTEN 24K GOLD QUALITY GUARANTEE
"COME VISIT NEW DELHI JEWELLERS FOR ALL YOUR JEWELRY NEEDS"

LUNA

Protiti Khan

He looked down at me,
With half closed eyes,
And lets his beacon of amber light
Beam softly down on the earth.

And as I look up,
The millions of points ,
Barely begin to fill the seemingly endless voids.
The ground is slowly turning,
And he among his fiery friends,
Stare down, haunting yet warm.

Everytime I look at him,
I wonder at the lines and crevices,
The deep pitted holes in his face.
It tells of his age, his wisdom,
And all that he has seen.

In present and in past ,
When we stepped softly on his lips,
Admiring him near.
We dreamed to conquer, only to find ourselves
Enchanted by his full figure.

Yet I know that there are more ,
Others, yet older than he,
Glowing also softly, mabey at some other life,
In another time and dimension.

What dreams we dreamed,
But our souls he tugged on gently from the sky.
Come, my children, softly into the night.
In a shower of amber light ,
Soft, soothing, I look up at him again in awe.



- **`O Devi, you who remove the sufferings of your suppliants, be gracious. Be propitious, O Mother of the whole world. Be gracious, O Mother of the universe. Protect the universe. You are, O Devi, the ruler of all that is moving and unmoving.**

- **`You are the sole substratum of the world, because you subsist in the form of the earth. By you, who exist in the shape of water, all this (universe) is gratified, O Devi of inviolable valour !**

- **`You are the power of Visnu, and have endless valour. You are the primaeval maya, which is the source of the universe; by you all this (universe) has been thrown into an illusion, O Devi. If you become gracious, you become the cause of final emancipation in this world.**

INDIA PALACE
RESTAURANT

Serves a meal Royally fit for a Maharaja

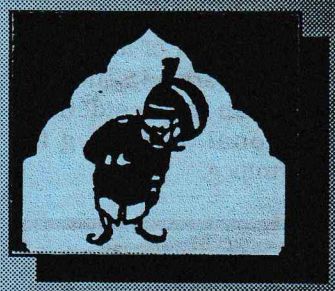
Sweets are available all the times

CATERING FOR ALL OCCASIONS

Lunch & Dinner Buffet

7 Days a Week

$ 5.99 (Lunch)



Open 11:00 A.M. to 11:00 P.M.

4 - 208 Marion Street Phone: 237-7126

Wpg, MB

CALL MR. KUMAR

Dine-In, Take Out and Delivery Service on Request

Wednesday Night Vegetarian Special -- All you can Eat

WE WELCOME YOU TO THE INDIA PALACE RESTAURANT

Coming Soon
New Location
770 Elice Avenue

KING KOBRA

With Best Compliments From:

SIMMONS
SIMMONS CANADA INC.

Beautyrest SLEEPSETS / BEAUTYSLEEP SLEEPSETS

HIDE-A-BED
CONVERTIBLE SOFAS

MANUFACTURERS OF FINE BEDDING

PHONE NO: (204) 942-0817 **FAX (204) 947-9468**

121 Gomez Street
Winnipeg, Manitoba
R2W 3J3